গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে ব্রিটেনের এমপির পদত্যাগ

সারে-জমিন

ইসরাইলি পণ্য বয়কটের ডাক ফুরফুরার পীরজাদার

রূপসী বাংলা

বিজেপির হিন্দুত্বের হাওয়া কি কেড়ে নিতে পারবে বিরোধীরা?

সম্পাদকীয়

কলেজের চৌকাঠ না পেরিয়েও জেলাশাসক সামা

গ্রাম-বাংলা

শ্রীলঙ্কাকে গুড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালের দরজায় দাঁড়িয়ে নিউজিল্যান্ড

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১০ নভেম্বর, ২০২৩
২৩ কার্তিক ১৪৩০
২৫ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 302 ■ Daily APONZONE ■ 10 November 2023 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

সুপ্রিম কোর্ট স্কুলের নিয়োগ মামলা ফেরাল হাইকোর্টে

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলাগুলি কলকাতা হাইকোর্টেই ফিরিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ দুর্নীতি মামলা আগামী তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে বলে জানায়। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। জানা গেছে, স্কুলে নিয়োগ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ৩মাসের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, নবম, দশম গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি সহ নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত যত মামলা রয়েছে তার সমাধান করতে হবে। এদিন উচ্চ প্রাথমিকে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে আদালতকে জানায় সিবিআই।

মহুয়ার সমর্থনে অভিষেকও

ক্যাঙারু কোর্টের সিদ্ধান্ত পূর্ব নির্ধারিত: মহুয়া

আপনজন ডেস্ক: ‘ক্যাশ ফর কোয়েরি’ বিতর্কে লোকসভার এথিক্স কমিটির বহিষ্কারের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এটিকে “ক্যাঙ্গারু আদালতের পূর্বনির্ধারিত ম্যাচ” বলে অভিহিত করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন এটি প্রকৃত পক্ষে ভারতে ‘সংসদীয় গণতন্ত্রের মৃত্যু’ বোঝায়। উল্লেখ্য, বিজেপি সাংসদ বিনোদ কুমার সোনকরের নেতৃত্বাধীন কমিটি বৃহস্পতিবার মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে টেলিফোনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই লোকসভায় আমাকে বহিষ্কার করা হলেও, আমি আগামী লোকসভায় আরও বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরব। এটি ক্যাঙ্গারু কোর্টের একটি পূর্বনির্ধারিত ম্যাচ, যা কোনও আশ্চর্য বা পরিণতি নয়। কিন্তু দেশের জন্য বৃহত্তর বার্তা হল, ভারতের জন্য এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের মৃত্যু।তিনি জোর দিয়ে বলেন এই সিদ্ধান্ত তাকে “বিজেপি-আদানি জোট” কে আরও জোরালোভাবে প্রশ্ন করা এবং উন্মোচন করা থেকে বিরত রাখবে না। মহুয়া আরও বলেন, এটি কেবল একটি সুপারিশ, এখনও পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপন করতে দিন। এটা আসলে আমার জন্য কিছুই করে না। এটা আমাকে চুপ করিয়ে দিতে পারে না। অন্যদিকে, দলীয় সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে মুখ খুলল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার মহুয়া মৈত্রের প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের কথিত স্কুল চাকরি কেলেঙ্কারির তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সামনে হাজিরা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অভিষেক প্রশ্ন তোলেন,মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই সংসদীয় কমিটি কীভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে। তিনি বলেন, আদানি ইস্যুতে যারাই সরকারকে প্রশ্ন করছে, তাদের হয়রানি করা হচ্ছে। মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই লোকসভার নৈতিকতা কমিটি কীভাবে তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে, সে প্রশ্ন তোলেন অভিষেক।

লুকনোর কিছু নেই ৬০০ পৃষ্ঠার নথি জমা করে বললেন অভিষেক

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কাছে ‘৬,০০০ পৃষ্ঠার নথি’ জমা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে সিজিও কমপ্রেক্সে কেন্দ্রীয় এজেন্সির সামনে ষষ্ঠ বার হাজির হয়ে অভিষেক ঘোষণা করেন যে তার ‘লুকানোর কিছু নেই’।
বৃহস্পতিবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র অফিসে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে থাকার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডির গোয়েন্দারা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। কেবল মাত্র সেই নথিগুলি পেয়েছে যা এজেন্সির দাবি মতো অভিষেক জমা দেন।
তারপরই শীঘ্রই চলে যান।
এর পর অভিষেক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমার নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর যদি ইডি আমাকে আবার তাদের সামনে হাজির করতে চায়, তাহলে আমি খুশি হব।প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে সিবিআই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছিল। কলকাতা হাইকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অভিষেককে তার পরিবারের মালিকানাধীন সম্পত্তির বিবরণ সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয় । অভিষেক এ বিষয়ে বলেন, আমার আইনি দলের সদস্যরা আমাকে আজ এজেন্সির

সামনে হাজির না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং পরিবর্তে তাদের নথিগুলি প্রেরণ করেছিলেন। আমি তাদের পরামর্শের বিরুদ্ধে গিয়েছিলাম এবং আজ এখানে এসেছি কারণ আমার মনে হয় আমার লুকানোর কিছু নেই। আমি তাদের বলতে পারতাম তারা আমার কাগজপত্র যাচাই করার পরেই আমি হাজির হব, কিন্তু আমি তা করিনি। তিনি আরও বলেন, ইডি কর্মকর্তারা আমাকে বলেছিলেন যে এই বিপুল নথিগুলি দেখার জন্য তাদের সময় দরকার এবং সেগুলি দেখার পরে, যদি তারা প্রয়োজন বোধ করেন তবে তারা আবার আমার কাছে হাজিরা সমন পাঠাতে পারেন। গত সেপ্টেম্বরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ তদন্তের ধীরগতির জন্য সিবিআই-এর সমালোচনা করে বলেছিল, আদালতে জমা দেওয়া অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির তালিকা অসম্পূর্ণ পাওয়ায় আদালত ‘বিস্ময়’ প্রকাশ করে। বিশেষ করে, এই কেলেঙ্কারিতে অভিষেক বন্দোপাধ্যায় সিইও এবং অভিষেকের মা লতা ব্যানার্জির অন্যতম ডিরেক্টর লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের সম্ভাব্য জড়িত থাকার বিষয়ে তদন্ত করতে ইডির কড়া সমালোচনা করেছে আদালত। ইডি-র দায়ের করা তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্টে আদালত ‘একাধিক অসঙ্গতি’ খুঁজে পেলেও সংস্থার সিইও-র সম্পত্তির তালিকায় তার মাত্র তিনটি জীবন বীমা পলিসির উল্লেখ করায় কোর্ট সমালোচনা করে। পরে অযোগ্যতার অভিযোগে ইডির বিশেষ তদন্তকারী দলের প্রধান মিথিলেশ কুমার মিশ্রকে অপসারণ করে আদালত।

দিল্লিতে জামায়াতের সেমিনার

৮০% ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে

আপনজন ডেস্ক: জামায়াতে ইসলামী হিন্দ দেশের ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে নয়াদিল্লিতে এক সচেতনতা সবার আয়োজন করে। এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় ১৩টি নির্বাচনী এলাকার প্রায় ২৫জন কর্মকর্তা অংশ নেন। এই কর্মসূচীতে ওয়াকফ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে জামায়াত-ই-ইসলামী হিন্দের আমীর সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি একটি মূল বক্তব্য প্রদান করেন যেখানে তিনি বলেন, ওয়াকফ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সাধারণত, শুধুমাত্র এর উপযোগী দিকটিই দেখা হয়, কিন্তু একই সাথে , ওয়াকফ , ইসলামের সমগ্র অর্থনৈতিক ধারণা এবং ইসলামী অর্থনীতির ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ধনী ব্যক্তিরা সমাজের একটি বিশেষ প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি উৎসর্গ করতেন। ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এনডাউমেন্ট সম্পত্তি রয়েছে। সমগ্র এনডোমেন্টের ৭০% থেকে ৮০% ওয়াকফ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং অবশিষ্ট ২০% থেকে ৩০% যা ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে রয়েছে তাও অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির শিকার। তাই ওয়াকফকে রক্ষা করা, এর পুনরুজ্জীবন ও নিরাপদ রাখা সমগ্র জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। ড. মুহাম্মদ রাদি-উল-ইসলাম নদভী, ওয়াকফের শরীয়ত মর্যাদা প্রসঙ্গে বলেন, ওয়াকফ হল মানুষের সেবার একটি সুনির্দিষ্ট রূপ, যা কুরআন ও হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটি শুরু হয়েছে যেহেতু প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি অঞ্চলে, মুসলিম শাসক এবং ধনী ব্যক্তিরা বিপুল সম্পত্তি উৎসর্গ করেছেন। যে কাজের জন্য এটি করা হয়েছে তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। ড. মহিউদ্দিন গাজী বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি যেভাবে উৎসর্গ করা হয়েছে সেই একই মনোভাব নিয়ে ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা ও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। বৈঠকে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ মাহমুদ আখতার (সাবেক পরিচালক, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার), ড. জাফর মাহমুদ (সভাপতি, যাকাত ফাউন্ডেশন) প্রমুখ।

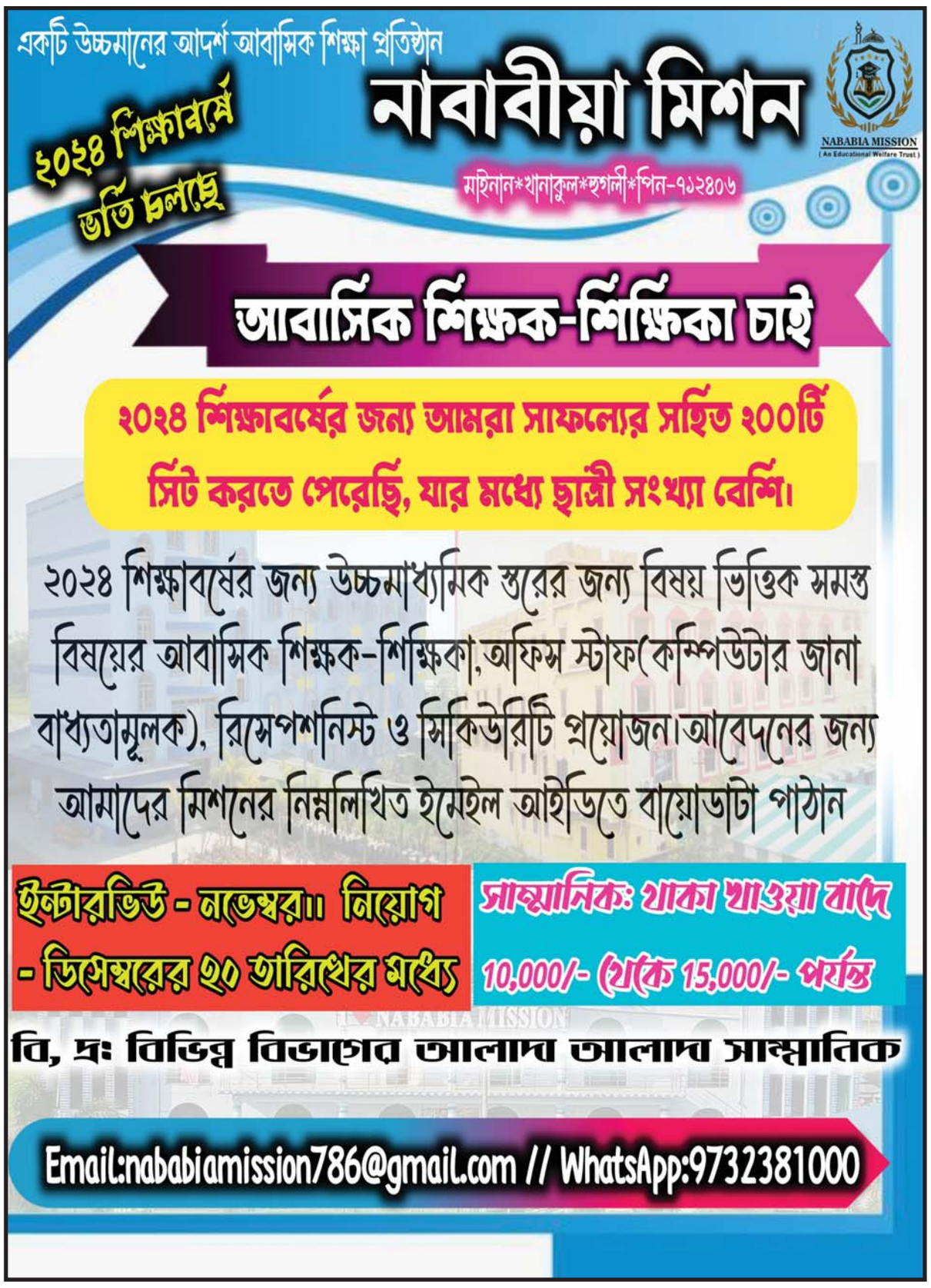

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩০২ সংখ্যা, ২৩ কার্তিক ১৪৩০, ২৫ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

অধিক কথা না বলাই শ্রেয়

যাহারা সত্য জানেন, তাহাদের যদি সত্য বলিবার অবস্থা বা পরিবেশ না থাকে, তাহা হইলে অধিক কথা না বলাই শ্রেয়। তাহারা এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্প হইতে শিক্ষা লইতে পারেন। এই গল্পে হৈমন্তীর কোনো-এক দিদিমা শাশুড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।' হৈমন্তী বলিল, 'সতেরো।' সেইকালে কনের বয়স সতেরো বছর হওয়াটা মানে সেই কনে আইবুড়ো। সেই কারণে অন্যদের নিকট হৈমন্তীর বয়স লুকাইতে তাহার শাশুড়ি বলিলেন, 'তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো!' হৈম চমকিয়া কহিল, 'বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।' ইহা লইয়া বিস্তর ঝামেলা হইল। অতঃপর হৈমন্তীর বাবা আসিলে তাহার নিকট প্রশ্ন করিল, 'কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব?' হৈমন্তীর বাবা বলিলেন, 'মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো–আমি জানি না...।'

এইখানে হৈমন্তীর 'বয়স' হইল 'নির্বাচন'–যাহা লইয়া সত্য উচ্চারণ করাটা তৃতীয় বিশ্বে সম্ভব নহে। আর সত্য উচ্চারণ করা সম্ভব নহে বিধায় হৈমন্তীর বাবার উপদেশ মতো বলিতে হয়–মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, কথা বরং কম বলা ভালো। যেই সত্য আড়াল করিতে হইবে, সেই প্রসঙ্গে কথা বলাটাই বিপজ্জনক। কারণ, সুরা আল-বাকারায় ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে–'তোমরা সত্যকে মিথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।' দুঃখের বিষয় হইল, নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রায়শই সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত করা হইতেছে এবং অনেকেই জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিতেছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দশকের পর দশক ধরিয়া বেশ গালভরা একটি বুলি আওড়ানো হয় যে, 'নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হইবে।' কিন্তু বাস্তবতা হইল, নির্বাচনে কত ধরনের সহিংসতা হইতে পারে, তাহার যেন নূতন নূতন দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে বহু দশক ধরিয়া। কিছুদিন পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছিল, প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়ির বহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল–'যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।' স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তোলা যায়–এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত?

সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনকে যখন বলা হয়, 'সুষ্ঠু নির্বাচন' হইয়াছে–তখন উহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কী? এই চিত্র নূতন নহে–দশকের পর দশক ধরিয়া হইয়া আসিতেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। এই সকল দেশে কী ধরনের নির্বাচন হয়, তাহা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না হইলেও যাহারা স্থানীয় পর্যায়ে চোখ-কান খোলা রাখেন, যাহারা ভোটের সহিত যুক্ত কিংবা যাহারা বিভিন্ন দলের কর্মী–তাহারা সকলেই জানেন দশকের পর দশক ধরিয়া কী ধরনের এবং কেমনতর 'সুষ্ঠু নির্বাচন' হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত যখন আবেগের আতিশয্যে বলা হয়, অমুকের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী, তমুকের জনপ্রিয়তার গভীরতা হার মানাইবে বঙ্গোপসাগরকেও, তখন তাহাদের কথা শুনিয়া ওয়াকিবহাল মহল মুখ টিপিয়া হাসিতে বাধ্য হন। কারণ, এই ধরনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা যাহারা বলেন তাহারা কখনো সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেন নাই বিধায় মনের মাধুরি মিশাইয়া কল্পবিলাসী কবির মতো নিজের লিডারকে অস্বাভাবিক বিশেষণে ভূষিত করিতে লজ্জা পান না।

অতএব এই সকল দেশে সঠিক নির্বাচনের কথা বলা উচিত নহে। এই বিষয়ে কথা না বলাই উত্তম। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের' কথা শুনিলেই অনেকের মনে ঢাকাইয়া কুট্টিদের কথাটি গুঞ্জরিত হয়–'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!' যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী?

বিজেপির হিন্দুত্বের হাওয়া কি কেড়ে নিতে পারবে কংগ্রেসসহ অন্য বিরোধীরা?

মঙ্গলবার থেকে ভারতের যে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট নেওয়া শুরু হল, সেটিকে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল বলে বলছেন বিশ্লেষকরা। এই পাঁচটি রাজ্য মিলিত ভাবে লোকসভায় ৮৩ জন সংসদ সদস্য পাঠায়। এর মধ্যে ভারতে রাজনৈতিক ভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি রাজ্য – রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় পড়ছে। সেজন্যই এই রাজ্যগুলিতে এবং দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যে বিজেপি এবং বিরোধীরা কী ফলাফল করে, সেটা আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের একটা আভাস দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ। লিখেছেন **অমিতাভ ভট্টশালী।**

মঙ্গলবার থেকে ভারতের যে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট নেওয়া শুরু হল, সেটিকে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল বলে বলছেন বিশ্লেষকরা।
এই পাঁচটি রাজ্য মিলিত ভাবে লোকসভায় ৮৩ জন সংসদ সদস্য পাঠায়।
এর মধ্যে ভারতে রাজনৈতিক ভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি রাজ্য – রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় পড়ছে।
সেজন্যই এই রাজ্যগুলিতে এবং দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যে বিজেপি এবং বিরোধীরা কী ফলাফল করে, সেটা আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের একটা আভাস দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ।
তবে সবসময়ে যে এই রাজ্যগুলির ভোটের ফলাফল পরের বছরের লোকসভা নির্বাচনের ফলের আভাস দেয় না, সেটাও এর আগে প্রমাণিত হয়েছে।

হিন্দুত্বের এজেন্ডা বিরোধীদের দখলে?

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মিজোরাম ছাড়া যে রাজ্যগুলিতে ভোট হচ্ছে, তার মধ্যে দুটিতে – রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় আছে। মধ্যপ্রদেশে গত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হলেও বছর দেড়েকের মাথায় কংগ্রেসের দল ভেঙ্গে নিয়ে বিজেপি সরকার গড়ে ফেলে। আর তেলেঙ্গানায় ক্ষমতায় আছে স্থানীয় দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি বা বিআরএস। এই দলটিও বিজেপি বিরোধী।

চারটি রাজ্যেই গত কয়েক বছর ধরে হিন্দুত্বের রাজনীতির প্রচার প্রসার ঘটেছে সরকারি অর্থানুকূল্যে। অর্থাৎ যে হিন্দুত্ব এতদিন বিজেপি একরকম একচেটিয়াভাবে দখল করে রেখেছিল, সেই পথই ধরেছে কংগ্রেস এবং বিআরএস।

"মিজোরাম ছাড়া অন্য চারটি রাজ্যের এবারের ভোট একেবারেই ইউনিক, এরকম ভোট সাম্প্রতিক ইতিহাসে হয় নি," বলছিলেন দ্য ওয়াল সংবাদ পোর্টালের কার্যনির্বাহী সম্পাদক অমল সরকার।

"যে হিন্দুত্বের এজেন্ডার ওপরে মোটামুটি একছত্র দখল ছিল বিজেপির, এবারে সেই হিন্দুত্বের এজেন্ডা বিরোধী দলগুলো কেড়ে নিয়েছে অনেকটাই। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস আর তেলেঙ্গানায় সেখানকার ক্ষমতাসীন দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি যেভাবে হিন্দুত্বের প্রচার করছে, তা এককথায় ইউনিক," বলছিলেন মি. সরকার।

এই হিন্দুত্বের প্রচার, হিন্দু তীর্থক্ষেত্রগুলির সংস্কারে কোটি কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকেই ব্যয় করা হচ্ছে।

হিন্দু তীর্থ সংস্কারের বিপুল সরকারি অর্থব্যয়

বিবিসির মধ্যভারত সংবাদদাতা সলমান রভির কথায়, "ছত্তিশগড় আর মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস বিজেপির কাছ থেকে হিন্দুত্বের এজেন্ডা কেড়ে নিয়েছে বলা চলে। ছত্তিশগড়ে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল 'রাম বন গমন পথ', অর্থাৎ যে পথে রামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়, তার ব্যাপক সংস্কার করিয়েছেন ১৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে।"

"আবার রামচন্দ্রের মা, কৌশল্যার একমাত্র যে মন্দির আছে ভারতে, সেটাও ছত্তিশগড়েই। তার সংস্কার করেছেন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী। সেটার উদ্বোধন করতে মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবতকে। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের প্রধান কংগ্রেস নেতা কমল নাথ, যিনি দেড় বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনিও ব্যাপকভাবে হিন্দুত্বের প্রচার করছেন," বলছিলেন মি. রভি।

মি. কমল নাথ তার নিজের ভোটকেন্দ্র ছিন্দওয়াড়াতে মধ্যভারতের সবথেকে বড় হনুমান মূর্তি স্থাপন করেছেন সম্পূর্ণ নিজের অর্থ দিয়ে। রাজধানী ভোপালের কংগ্রেস দপ্তরে রামনবমী উদযাপিত হয়। আবার কপালে টিকা দিয়ে হিন্দুত্ববাদী নেতাদের মতই তিনি ভোটের প্রচার করছেন।

চারটি রাজ্যেই গত কয়েক বছর ধরে হিন্দুত্বের রাজনীতির প্রচার প্রসার ঘটেছে সরকারি অর্থানুকূল্যে। অর্থাৎ যে হিন্দুত্ব এতদিন বিজেপি একরকম একচেটিয়াভাবে দখল করে রেখেছিল, সেই পথই ধরেছে কংগ্রেস এবং বিআরএস।
"মিজোরাম ছাড়া অন্য চারটি রাজ্যের এবারের ভোট একেবারেই ইউনিক, এরকম ভোট সাম্প্রতিক ইতিহাসে হয় নি," বলছিলেন দ্য ওয়াল সংবাদ পোর্টালের কার্যনির্বাহী সম্পাদক অমল সরকার।

"রাজস্থানে পুষ্কর-বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের সংস্কার করছে সেখানকার কংগ্রেস সরকার, তারা ২৬টা বৈদিক স্কুল চালায় সরকারি টাকা দিয়ে। ওই বিদ্যালয়গুলি সবই কোনও না কোনও মন্দির পরিসরে গড়া হয়েছে। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-ও হিন্দু দেবদেবীদের মন্দির সংস্কারের জন্য বহু কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে বরাদ্দ করেছেন। এই সব মিলিয়েই দেখা যাচ্ছে এরকম একটা ভোট আগে দেখা যায় নি," মন্তব্য অমল সরকারের।

বিজেপির সামনে চ্যালেঞ্জ?

ভোটমুখী তিন রাজ্য – রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড় – সবগুলিতেই গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পরাজিত হয়েছিল।

যদিও বছর দেড়েক পরে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস দলে ভাঙ্গন ধরিয়ে নিজেদের সরকার গড়েছিল বিজেপি।

"কিন্তু তিন রাজ্যেই বিজেপি এবার কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হচ্ছে," বলছিলেন বিবিসির মধ্যভারত সংবাদদাতা সলমান রভি।

"ছত্তিশগড়ে হিন্দুত্বের এজেন্ডা বিজেপির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাদের একরকম ধসিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। আবার মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানে বিজেপি দলের মধ্যে এতটাই অন্তর্কলহ যে কোনও একজনকে তারা সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করে নি। মধ্যপ্রদেশের দীর্ঘদিনের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে যেমন সামনে আনা হয় নি পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, তেমনই রাজস্থানেও একসময়ের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজেকে সেই জায়গা ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি," বলছিলেন মি. রভি।

তার ব্যাখ্যা, বিজেপি যে চাপে রয়েছে, তা তাদের এইসব সিদ্ধান্তগুলো থেকেই স্পষ্ট। যার জন্যই একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীকে প্রার্থী করে বিধানসভা নির্বাচনে নামিয়েছে বিজেপি।

অন্যদিকে অন্তর্কলহ রয়েছে রাজস্থানের কংগ্রেসেও। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলতের সঙ্গে তরুণ নেতা সচিন পাইলটের দ্বন্দ্ব সামলাতে বার বার মাঠে নামতে হয়েছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে।

লোকসভা ভোটের আভাস?

সবসময়েই লোকসভা ভোটের মাস ছয়েক আগে এই রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচন হয়ে থাকে। তবে এই রাজ্যগুলির ভোটের ফলাফল যে সবসময় পরের বছরের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ইঙ্গিত দেয়, তা নয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের কথায়, "সবসময়েই যে এই রাজ্যগুলির বিধানসভা ভোটের ফলাফল থেকে পরের বছরের লোকসভা ভোটের আভাস পাওয়া গেছে তা নয়।"

তার কথায়, "এই রাজ্যগুলোর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তিন রাজ্য – রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ে ২০১৮ সালে কংগ্রেস জিতেছিল। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে নরেন্দ্র মোদীই বিপুল ভোট পেয়ে ফিরে এসেছিলেন।"

"এর একটা ব্যাখ্যা হচ্ছে বিধানসভা ভোট আর লোকসভা ভোটের মাঝে বেশ কয়েক মাসের ব্যবধান থাকে। আর সেই সময়েই বিজেপি তার স্ট্র্যাটেজি বদলিয়ে ফেলে।''

''গতবার যেমন পুলওয়ামার ঘটনার রাজনৈতিক লাভ হয়েছিল বিজেপির। এবার তো রামমন্দির উদ্বোধন নির্ধারিত হয়েই আছে। আর বিজেপি সেটা দিয়েই লোকসভা ভোটে হিন্দু ভোট একজোট করার চেষ্টা করবে বলে মনে হচ্ছে। তবে কংগ্রেস দল, বিশেষত রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রার সুফল ঘরে তুলতে পারে কী না, সেটারও একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে এই বিধানসভা ভোটগুলির ফলাফল থেকে," বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

মঙ্গলবার থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে ধাপে ধাপে। আর সব রাজ্যেরই ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা হবে তেসরা ডিসেম্বর।

সৌজন্যে: বিবিসি (বাংলা)

হামাস-ইসরাইল সংঘাতের ভবিষ্যত

আব্দুর রহমান আল রাশেদ

বন্ধ হয়নি হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি বেড়েই চলেছে।

মৃত্যুপুরীতে পরিণত হওয়া গাজার ভয়াবহ পরিস্থিতি কীভাবে ঠান্ডা হবে, তা চিন্তার বিষয়। এই যুদ্ধের পটভূমি ও বর্তমান গতিপথ নিয়ে নানা রকম আলোচনা শোনা যাচ্ছে বিশ্লেষকদের মুখে। যুদ্ধ কীভাবে শেষ হবে, কে প্রথমে সাদা পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং কী ও কোন মূল্যের হিসাবের ভিত্তিতে সংঘাতের ইতি ঘটবে–এমন অগণিত প্রশ্ন ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে।

চলমান ইসরাইলি সামরিক হামলা গাজার বেসামরিক নাগরিকদের জীবনকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলের ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে হামাস যে ধ্বংসযজ্ঞের অবতারণা করে, গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর আক্রমণ পরিস্থিতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যা কেবল ব্যাপক ধ্বংসস্তূপই বয়ে আনেনি, সৃষ্টি করেছে চরম মানবিক সংকটের। হামাসের হামলার পর ইসরাইল যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আসছে, তা এখন আর 'নিছক ঘটনা' নেই, বরং রাজনৈতিক বাস্তবতায় তা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।

হামলার পর ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'এই অঞ্চল আর কখনো আগের মতো হবে না।' আমরা দেখেছি, নেতানিয়াহুর কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে পশ্চিমা বিশ্বে। গাজা থেকে হামাসকে বিতাড়িত করার মিশনকে পশ্চিমের যেসব দেশ সমর্থন জানিয়ে আসছিল, এ কাজে রসদ জোগাচ্ছিল, তারা নেতানিয়াহুর কথাকে টেনে আরো লম্বা করার কাজে নেমে পড়ে দ্বিগুণ উৎসাহে। এক ভয়াবহ মানবিক সংকট, রক্তক্ষয়ী সামরিক যুদ্ধ এবং এক ভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গাজা তথা ফিলিস্তিন–এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসরাইল তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্জনে সব ধরনের রাস্তায় হাঁটবে–এ কথা যেমন সত্য, তেমনিভাবে এ-ও চরম সত্য, হামাসকে নির্মূল করতে গেলে তথা হামাসকে মাঠের বাইরে রেখে হিসাব করার কথা চিন্তা করলে ফিলিস্তিনের ভাগ্যে কী ঘটবে, তা অজানা।

মনে রাখতে হবে, বছরের পর বছর ইসরাইলের অবরোধ ও কঠোর নজরদারি সত্ত্বেও হামাসের হামলা আটকানো যায়নি। এতে প্রমাণিত হয়, হামাসের ভয়ে ইসরাইল এখনো বিপদের প্রহর গুনছে! এই অবস্থায় ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের হাত ধরে নতুন কোনো ঘটনা দেখা যাবে কি না, তা-ও বড় প্রশ্ন।

যাহোক, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মনে হচ্ছে, হামাস-ইসরাইল যুদ্ধে সামনের দিনগুলোতে তিন ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

প্রথমত, নেতানিয়াহু ও হামাস উভয়ই শত্রুতে পরিণত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করার দোষ গিয়ে পড়বে উভয়ের কাঁধে।

দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধে কোনো পক্ষই বিজয়ী হবে না! হামাস গাজা হারাতে পারে, নেতানিয়াহু হারাতে পারেন গদি। ৭ অক্টোবরের হামলা ঠেকানোর ব্যর্থতার দায়ে নেতানিয়াহু শুধু ইসরাইলি সরকারের নেতৃত্বই হারাবেন না, বরং তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ, তাতে তিনি জেলেও যেতে পারেন।

তৃতীয়ত, যুদ্ধ আরো মারাত্মক পর্যায়ে যেতে পারে! নতুন কোনো সমীকরণ সামনে আসতে পারে। ইয়াসির আরাফাত ও সামরিক সংগঠন ফাতাহর কথা মনে আছে নিশ্চয়? ফাতাহকে লেবানন থেকে বহিষ্কার করার পর আরাফাত কিন্তু ঠিকই 'রাজনৈতিক কার্ড' খেলেছিলেন সফলভাবে। অসলো চুক্তি অনুসরণ করে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (প্যালেস্টাইনিয়ান অথরিটি) নেতা হিসেবে নিজ দেশের মাটিতে ফিরে এসেছিলেন তিনি। ৫০ বছরের ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতের সবচেয়ে খারাপ মানবিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে সেই ধরনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। সম্ভবত আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ হবে। যুদ্ধের ময়দান সুনসান হয়ে পড়বে। ফ্রন্টগুলো নীরব হয়ে যাবে। আর সেই সময় শুরু হবে নতুন রাজনীতি!

অনেকে খেয়াল করে থাকবেন, আকাশ থেকে যখন গাজার ওপর ইসরাইলি বাহিনী মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণ করছিল, তখন হামাসের রাজনৈতিক নেতা ইসমাইল হানিয়েহর মুখ থেকেও একটা বোমা পড়তে দেখা গেছে। দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের ভিত্তিতে শান্তির পথে হাঁটার ক্ষেত্রে হামাসের প্রস্তুতির রূপরেখা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। অর্থাত্, দুটি পৃথক রাষ্ট্রের রূপরেখা আঁকার বিষয়ে 'রাজনীতি' হবে নিঃসন্দেহে এবং এর ফলে শুরু হবে 'নতুন লড়াই'! আর সেই লড়াইয়ে ঠিক কী করতে হবে, তা বেশ ভালো করেই জানে হামাস। ইয়াসির আরাফাত ও ফাতাহ 'লুকিয়ে রাখা রাজনীতি' কীভাবে মোকাবিলা করেছিলেন, তার দিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

বাস্তবতা হলো, মার্কিন সমর্থিত ইসরাইলকে প্রতিহত করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয় হামাস। বিশেষ করে মিত্ররা সমর্থন না করলে হামাস অসহায় পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে। এই বিবেচনায় হানিয়েহ সম্ভবত চান হামাসের একটা রাজনৈতিক ফ্রন্ট তৈরি হোক, যাতে করে ৭ অক্টোবরের হামলার সুফল পাওয়া যায়। এর জন্য অবশ্য হানিয়েহদের বিদেশে সক্রিয় হওয়াটা অনেক বেশি জরুরি। যদিও এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামাসকে সন্ত্রাসী কালো তালিকাভুক্ত করে রেখেছে। তবে এ-ও সত্য, শান্তির স্বার্থে যদি কোনো একটা সময়ে মার্কিন পক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে তাতে কাজ হতে পারে। আরাফাতকে একসময় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বা মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালে মাদ্রিদে এক শান্তি আলোচনায় তার জায়গায় বিকল্প হিসেবে ডাকা হয় হায়দার আবদেল-শাফি ও হানান আশরাভির মতো নেতাদের। মজার ব্যাপার হলো, তাতে কোনো কাজ হয়নি। অবশেষে আরাফাতের সঙ্গে বসতে বাধ্য হয়েছিল মার্কিনরা। কারণ, তাকে ছাড়া কোনো শান্তি বা আলোচনা সম্ভব ছিল না।

এটা ঠিক যে, হামাসের আন্দোলন ফাতাহর মতো নয়। তবে হামাসকে উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না কোনোভাবেই। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অবস্থান আরো শক্তিশালী হতে পারে আগামী দিনগুলোতে। যদিও রাস্তা ফাঁদে ভরপুর।

প্রশ্ন হলো, বেসামরিক নাগরিক ও নিজের যোদ্ধাদের প্রাণহানি ঠেকাতে হামাস কি চুপচাপ সরে যেতে রাজি হবে? সম্ভবত না। আবার নিরস্ত্রীকরণে হামাস রাজি হলেও কোনো আরব রাষ্ট্রই এই আন্দোলনকে ঘিরে থাকা সম্ভাব্য বিপদের ভার বহনে রাজি হবে না। সুতরাং, চলমান দ্বন্দ্ব মেটাতে উভয় পক্ষের আপসের পথে হাঁটা ছাড়া জুতসই কোনো উপায় নেই। এ কাজে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের চেয়ে ভালো পক্ষ আর কেউ হবে না। ঠিক এমনটা ঘটলেই কেবল গাজার অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আবার আলো জ্বলবে। রাস্তাটা কঠিন বইকি!

লেখক: জ্যেষ্ঠ কলামিস্ট। আল আরাবিয়া নিউজ চ্যানেলের সাবেক জেনারেল ম্যানেজার ও আশরক আল-আওসাতের সাবেক প্রধান সম্পাদক

আরব নিউজ থেকে অনুবাদ:

প্রথম নজর

গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে ব্রিটেনের এমপির পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটিশ লেবার দলের এমপি ইমরান হোসেন ফিলিস্তিনির অবরুদ্ধ গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির দাবিতে পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করেছেন। দলের প্রধান কির স্টারমার যুদ্ধবিরতির দাবি তোলার ব্যাপারে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করার পর ইমরান হোসেন দল থেকে পদত্যাগ করলেন।

বুধবার সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে এ খবর জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , লেবার দলের প্রধান স্টারমার অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার অসহায় মানুষের ওপর ইহুদিবাদী ইসরাইলের বর্বর আগ্রাসন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানোর পর চরমভাবে বিব্রত হয়েছেন এমপি ইমরান হোসেন। তিনি ব্রিটেনের ছায়া মন্ত্রিসভার নিউ ডিল ফর ওয়ার্কিং পিপল বিষয়ক মন্ত্রী।

এই পদত্যাগের মধ্য দিয়ে ইমরান হোসেন মূলত গাজায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে দলীয় প্রধানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন। লেবার পার্টির একজন মুখপাত্র বলেছেন, এটি একটি মানবিক বিরতি সংকট মোকাবিলার সবচেয়ে বাস্তবসম্মত উপায়।

লেবার দলের প্রধানকে লেখা চিঠিতে ইমরান হোসেন বলেছেন, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় লোকজনকে অবরুদ্ধ করে তাদের খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ, ওষুধ ও চিকিৎসা সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন করা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। এ অবস্থায় আপনি গাজায় ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত রাখার বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাতে অনেকের মতো আমিও বিব্রত। ইসরায়েলি সেনারা গাজায় যে অপরাধযজ্ঞ চালাচ্ছে তার প্রতি আপনি সমর্থন দিয়েছেন।

স্টারমারের এই ভূমিকার সমালোচনা করে ইমরান হোসেন বলেন, তিনি গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে সমর্থন দিয়ে যাবেন।

জ্বালানির অভাবে বন্ধ হচ্ছে গাজার বড় ৪ হাসপাতাল

আপনজন ডেস্ক: জ্বালানি সংকটে গাজা উপত্যকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সেখানকার বেশির ভাগ স্বাস্থ্যকেন্দ্রই বন্ধ হয়ে গেছে। জ্বালানির অভাবে ৩ নভেম্বর থেকে গাজার প্রধান হাসপাতাল আল-শিফা এবং ইন্দোনেশিয়া হাসপাতালের মূল জেনারেটর বন্ধ রয়েছে। ইন্দোনেশিয়া হাসপাতালের বিকল্প জেনারেটরের আর মাত্র ২৪ ঘণ্টার জ্বালানি আছে বলে চিকিৎসকেরা মঙ্গলবার সতর্ক করেছেন।

গাজার অন্যতম হাসপাতাল আল-কুদস ও আল-আওয়াদার জ্বালানিও শেষের পথে। যেকোনো মুহূর্তে হাসপাতাল দুটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছে ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃপক্ষ।

ইসরায়েলি হামলা ও জ্বালানিসংকটে ইতিমধ্যে গাজার ৩৫টি হাসপাতালের ১৬টির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহ্বান উপেক্ষা করে গাজায় জ্বালানি ঢুকতে না দেওয়ায় বাকি হাসপাতালগুলোর কার্যক্রমও এখন বন্ধ হওয়ার পথে।

ইন্দোনেশিয়া হাসপাতালের পরিচালক আতেফ আল-কাহলোত বলেন, হাসপাতালের মূল জেনারেটর ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। বিকল্প জেনারেটরের আর ২৪ ঘণ্টার জ্বালানি রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে জ্বালানি সরবরাহ করা না হলে হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হবে।

তীব্র জ্বালানিসংকটের মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে কোনো রকম কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে একাধিক হাসপাতাল।

এরই মধ্যে গত মঙ্গলবার আল-শিফা হাসপাতালের সৌরচুল্লিতেও হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

মুসলিমরা রক্তপাত বন্ধে আর কখন আওয়াজ তুলবে, প্রশ্ন এরদোগানের

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান ফের ইসরায়েল এবং পশ্চিমা নেতাদের সমালোচনা করেছেন। উজবেকিস্তানের তাসখন্দে বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে তুর্কি নেতা গাজায় রক্তপাত বন্ধে পদক্ষেপ নিতে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানান। এরদোগান বলেন, মুসলিমরা এখন না হলে আর কখন আওয়াজ তুলবে? তুরস্কের প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন, বিশ্ব একটি উন্মত্ততার মুখোমুখি হচ্ছে। এমনকি শিশু হত্যাকেও বৈধতা দিচ্ছে। ইসরায়েলের হাতে নির্মমভাবে নিহতদের প্রায় ৭৩ শতাংশই নারী ও শিশু। তারা বেসামরিক আবাসিক এলাকায় বোমা বর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। প্রেসিডেন্ট এরদোগান পরিস্থিতি সম্পর্কে ভণ্ডামিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। তুর্কি প্রেসিডেন্ট ২০১৫ সালে ফরাসি প্রকাশনা শার্লি হেবদোতে হামলার পর বিশ্ব নেতাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, যখন ২৫ জন নিহত হয়েছিল তখন তারা একত্রিত হয়েছিল কিন্তু গাজায় ১০ হাজার মানুষ হত্যার পর তারা নীরব!

গাজায় ইসরায়েলের নতুন লক্ষ্য এবার খাবারের দোকানগুলো

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় হানাদার ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচারে হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১০ হাজার জনে। নিহতদের অর্ধেকেরই শিশু ও নারী। হাসপাতাল, স্কুল, আবাসিক এলাকায় টানা হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এবার এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গাজায় থাকা অল্পসংখ্যক বেকারি।

বৃহস্পতিবার (৯ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, গাজা উপত্যকার পাঁচটি বেকারি সরাসরি ইসরায়েলি হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের কাছাকাছি হামলায় অন্তত আটটি বেকারি এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে সেগুলো সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।

এরইমধ্যে অবরুদ্ধ এলাকায় ইসরায়েল কর্তৃক আরোপিত সম্পূর্ণ অবরোধ অব্যাহত থাকায় খাদ্য ফুরিয়ে আসছে এবং ফিলিস্তিনিদের প্রধান খাদ্য রুটি পাওয়া দিন দিন আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

বাসিন্দারা এখন তাদের পরিবারের জন্য এক ব্যাগ রুটি পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে অপেক্ষা করছে। কিছু এলাকায় ভোর হওয়ার আগেই সারি শুরু হয়।

গাজার বেকারি মালিক সমিতির প্রধান আবদেলনাসের আল-জারমি বলেন, জেনারেটরের জন্য জ্বালানী, বিদ্যুৎ এবং ব্যাকআপ সৌর শক্তির অভাবের কারণে বেকারিগুলো তাদের কার্যক্রম সীমিত করেছে। আটারও ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

তিনি বলেন, 'জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার কাছে ৩০ হাজার টন ময়দা ছিল যা ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার কথা ছিল।

বেকারিগুলো রুটি তৈরি করতে এবং লোকেদের সরবরাহ করার জন্য কিছু আটা নিয়েছিল।'

তিনি আরও বলেন, জ্বালানির অভাবে এবং টার্গেট হওয়ার ভয়ে বেশিরভাগ বেকারি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের মতে, গাজার ২৩ লাখ জনসংখ্যার খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের মাত্র দুই শতাংশ ৭ অক্টোবর থেকে বিতরণ করা হয়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, গাজার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে অনাহারকে ব্যবহার করছে ইসরায়েল। এখানকার প্রায় সবাই এখন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা জানেন না যে তাদের পরবর্তী খাবার কোথা থেকে আসবে। আল-জার্মি বলেছেন যে, 'আমরা একটি নিরাপত্তা গ্যারান্টি চাই যাতে আমরা আমাদের বেকারিগুলিতে পরিষেবা আবার শুরু করতে পারি। কিন্তু এখন এটি একটি অসম্ভব পরিস্থিতি।' স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় গাজায় ১০ হাজার ৫১৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৪ হাজার ৩২৪ জনই শিশু। নিহতের মধ্যে নারীর সংখ্যা ২ হাজার ৮২৩ জন। এ ছাড়া ৬৪৯ জন বয়স্ক ফিলিস্তিনিও রয়েছেন নিহতদের তালিকায়। ইসরায়েলি হামলায় আহত হয়েছেন ২৬ হাজারেরও বেশি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গাজার বাইরে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনে নিহত হয়েছে আরও অন্তত ১৬৩ ফিলিস্তিনি। আহত হয়েছে আরও ২ হাজার ৪০০ জন। গাজায় ইসরায়েলি হামলার পর এখনো অন্তত ২ হাজার ৫৫০ জন নিখোঁজ রয়েছে। এদের মধ্যে আবার ১ হাজার ৩৫০ জনই শিশু।

হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে মালয়েশিয়া: আনোয়ার ইব্রাহিম

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই হামাসের প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। তার সরকার মার্কিন সরকারের একতরফা কোনও নিষেধাজ্ঞাকেই স্বীকৃতি দেবে না বলে দেশটির সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি জোর গলায় তিনি বলেছেন। হামাস এবং ফিলিস্তিনে কর্মরত অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিদেশি সমর্থকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর প্রেক্ষিতেই এই মন্তব্য করেছেন আনোয়ার ইব্রাহিম। মঙ্গলবার সংসদে আনোয়ার বলেন, 'আমি এইগুলাসহ কোনো ধরনের হুমকি মেনে নেব না। এই পদক্ষেপটি একতরফা এবং বৈধ নয় কারণ আমরা, জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে, শুধু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলোকেই স্বীকৃতি দেই।'

তিনি বলেন, মালয়েশিয়ানরা হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে এমনকি এই সংগঠনটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেবে না তার দেশ। দ্যা ডিপ্লোম্যাটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১ নভেম্বর মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ হামাস আন্তর্জাতিক অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন পাস করেছে, যা এখন সেনেটের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বিলের মাধ্যমে তারা হামাস, ফিলিস্তিন ইসলামিক জিহাদ (পিআইজে) বা তাদের সহযোগীদের সহায়তাকারী বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা এবং সরকারগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায়। ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি পূর্ণ সমর্থন পোষণকারী আনোয়ার ইব্রাহিম স্পষ্টভাষায় বলেছেন, তার সরকার বিলটির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছে। তবে যাই হোক না তার সরকার হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে। যুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরায়েলের সবচেয়ে স্পষ্টবাদী সমালোচকদের একজন আনোয়ার ইব্রাহিম। তিনি গাজায় ইসরায়েলি আক্রমণকে 'এই বিশ্বে বর্বরতার নমুনা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ৭ অক্টোবরের হামলার মূল কারণ ছিল ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইসরায়েলের দখল।

হামলার পর মালয়েশিয়ার একজন সিনিয়র নেতার সঙ্গে ফোনালাপ করে হামাসের সঙ্গে মালয়েশিয়ার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। মালয়েশিয়ার নেতা গত সপ্তাহে দাবি করেছিলেন, যুদ্ধের শুরু থেকেই মার্কিন সরকার তার সরকারের ওপর হামাসের অবস্থান পরিবর্তন করার জন্য কূটনৈতিক চাপ নিয়েছিল, তবে দেশটি তার স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ৩২ দিনের মাথায় ফিলিস্তিনের গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতি ও ত্রাণসহায়তা পৌঁছানোর পথ করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে পশ্চিমা শিল্পোন্নত সাত দেশের জোট জি-৭ (গ্রুপ অব সেভেন)। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, 'গাজায় মানবিক সংকটের দ্রুত অবনতির বিষয়টি সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে আমরা জোর দিচ্ছি। আমরা মানবিক দিক বিবেচনায় সাময়িক সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতির পক্ষে। একই সঙ্গে (গাজায়) জরুরি ত্রাণসহায়তা পৌঁছানো, বেসামরিক মানুষদের চলাচল ও (হামাসের কাছে) জিম্মি ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য একটি পথ (করিডর) তৈরি করার পক্ষে।'

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনসহ যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ও ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বিবৃতিতে গাজায় ত্রাণ সহায়তা প্রবেশ, বেসামরিক নাগরিকদের চলাচল এবং জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিতের দাবি জানান। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৫৬৯ জনে। যাদের মধ্যে ৪ হাজার ৩২৪ জন শিশু। জাতিসংঘ জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে ২৩ লাখ গাজাবাসীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাস্তুহারা হয়েছেন।

পাকিস্তানের রায়বেন্ড বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু বৃহস্পতিবার। এই ইজতেমার প্রথম পর্ব গত ২ নভেম্বর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে অন্তত ৫ লাখ মুসল্লি অংশ নিয়েছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খালি হাতেই ধ্বংসস্তূপের নীচে স্বজনদের খুঁজছে রাফার মানুষ

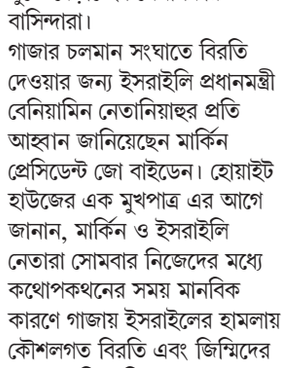

আপনজন ডেস্ক: মিশর সীমান্ত সংলগ্ন গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফা তথাকথিত নিরাপদ হিসেবে বিবেচিত একটি এলাকা। কিন্তু সেখানেই আবাসিক এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে স্বজনদের খুঁজছে সেখানকার মানুষ। ইসরাইলের হামলায় গাজায় এরই মধ্যে ১০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ৪ হাজারের বেশিই শিশু।

একটি ছোট শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন একজন উদ্ধারকর্মী। তার মুখ পুড়ে গেছে ও পিঠে মারাত্মক আঘাত লেগেছে। এর আগে একজন নারীকে হাসপাতালের বাইরে তার সন্তানকে খুঁজতে দেখা যায়। পুরো শহরেই ভবনের স্তূপের নিচে লোকজন চাপা পড়ে আছেন। অনেককেই এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই খালি হাতে স্বজনদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেখানকার বাসিন্দারা।

গাজার চলমান সংঘাতে বিরতি দেওয়ার জন্য ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউজের এক মুখপাত্র এর আগে জানান, মার্কিন ও ইসরাইলি নেতারা সোমবার নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের সময় মানবিক কারণে গাজায় ইসরাইলের হামলায় কৌশলগত বিরতি এবং জিম্মিদের সম্ভাব্য মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

তবে ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াভ গ্যালেন্ট বলেছেন, তাদের সেনারা এখন গাজার কেন্দ্রে অবস্থান করছে। তিনি দাবি করেছেন, ইসরাইলি সৈন্যরা স্থল, বিমান এবং সমুদ্রপথে একসঙ্গে হামলা চালিয়েছে। এর আগে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও দাবি করেন, তাদের সেনারা গাজা সিটির অভ্যন্তরে অভিযান চালাচ্ছে। তাই লোকজনকে দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানান নেতানিয়াহু।

এছাড়া ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, তারা হামাসের গোয়েন্দা ও অস্ত্র বিভাগের প্রধানকে হত্যা করেছে। এক বিবৃতিতে মোহসেন আবু জিনা নামে হামাসের এই শীর্ষ নেতাকে হত্যার দাবি করেছে আইডিএফ। কৌশলগত গোলাবারুদ এবং রকেট উত্পাদনের শীর্ষ নেতা বলে তাকে অভিহিত করা হয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০০ মি.

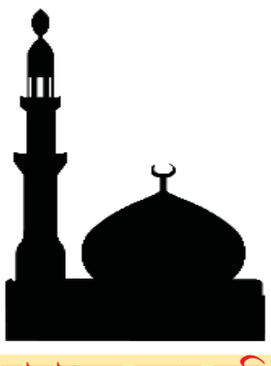

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৩	৫.৪৬
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৯	
মাগরিব	৫.০০	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার কর্মীর চিঠি

আপনজন ডেস্ক: এবার অবরুদ্ধ গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির দাবি জানিয়ে চিঠিতে সই করেছেন মার্কিন সহায়তা সংস্থা ইউএসএআইডির এক হাজার কর্মী। পাশাপাশি ইসরায়েলের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সহায়তা ও ওয়াশিংটনের যুদ্ধ নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এসব কর্মী। চিঠিতে তারা গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে মার্কিন সমর্থনের বিরুদ্ধেও নিন্দা জানানো হয়। গত সপ্তাহে ইউএসএইডের দেশীয় ও বিদেশি শাখায় চিঠিটি পাঠানো হয়। এরপর বুধবার (৮ নভেম্বর) এক হাজার কর্মীর সই করা চিঠিটি পায় সংস্থাটি।

চিঠিতে তারা গাজায় জরুরি মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'সংস্থাটি অনেক সময় ধরে জরুরি সেবার পাশাপাশি যুদ্ধ বিরতির জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে আমাদের সবাইকেই মনে রাখতে হবে যে কোন মানুষ যেনো মানবিক সহায়তা ও জীবন রক্ষাকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হয়। গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজার ওপর ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান ও নির্বিচারে বোমা হামলায় মার্কিন সমর্থন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।' এর আগে গত ২০ অক্টোবর অস্কার বিজয়ী অভিনেতা জোয়াকুইন ফিনিক্স ও কমেডিয়ান জন স্টেওয়ার্টসহ ৬০ জন হলিউড তারকা লিখিত বার্তায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে গাজায় যুদ্ধ বিরতির দাবি জানিয়েছেন।

ইসরায়েলকে হিজবুল্লাহর নয়া হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল গাজায় তাদের সেনা অভিযান অব্যাহত রেখেছে। বিপরীতে হামাস, হিজবুল্লাহ ও হুথি যোদ্ধারাও সাধ্য মতো ইসরায়েলি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। চলমান এ পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা শেষ নাঈম কাসেম। তিনি বলেছেন, ইসরায়েল গাজায় বেসামরিক নাগরিক হত্যা অব্যাহত রাখলে তা আরো বড় যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়াবে।

গাজার ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের নিতে প্রস্তুত তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফাহরেতিন কোকা জানিয়েছেন, তার দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের গ্রহণ করতে এবং তাদের চিকিৎসা দিতে প্রস্তুত আছে। ইসরাইলি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইউরিয়েল মিনাচেমে বুসোর সাথে তার এক ফোন আলোচনার বিষয় জানিয়ে কোকা বৃহস্পতিবার বলেন, গাজায় ক্যান্সারের চিকিৎসা দেয়া একমাত্র হাসপাতালটির চিকিৎসাসেবা বন্ধ হয়ে গেছে। কোকা বলেন, 'আমি তাকে (ইসরাইলি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে) বলেছি, আমাদের উচিত নিরপরাধ ওই শিশুদের চিকিৎসা অব্যাহত রাখা।'

'আমি তাকে জানিয়েছি, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ফিলিস্তিনিদের বিশেষত শিশুদের মিসরে নিয়ে সেখান থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তুরস্ক আনতে প্রস্তুত।

আমরা যত দ্রুত সম্ভব ক্যান্সার আক্রান্তদের তুরস্কে নিয়ে আসার কার্যক্রম শুরু করব,' বলেন তিনি।

ফিলিস্তিনি মায়েরা জানালেন শিশুরা পানিশূন্যতায় ভুগছে গাজার কেন্দ্রস্থলের বিভিন্ন স্কুল ও হাসপাতালে আশ্রয় নেয়া মায়েরা জানিয়েছেন, তাদের শিশুরা পানিশূন্যতায় ভুগছে এবং তাদের ওজন ব্যাপক কমে যাচ্ছে।

দেড় বছর বয়সী এক শিশুর মা ইয়ামেন মোহাম্মদ হাজ্জাজ জানিয়েছেন, তিনি শুজাইয়া এলাকা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে আল-নুসেইরা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন। জাতিসঙ্ঘ পরিচালিত একটি স্কুলে অবস্থান করছেন তারা।

গাজায় ১৩৬ ইসরায়েলি সামরিক যান ধ্বংস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ যোদ্ধারা গত ১০ দিনে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের ১৩৬টি সামরিক যান সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস করেছে বলে খবর দিয়েছেন হামাসের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র আবু ওবায়দা । বুধবার তিনি বিকেলে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান। বিবৃতিটি হামাস নিয়ন্ত্রিত আল-আকসা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। হামাসের সামরিক বাহিনী আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র বিবৃতিতে বলেন, গাজায় স্থল অভিযান শুরু করার পর থেকে দখলদার সেনারা মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে। ট্যাংকসহ তাদের ১৩৬টি সামরিক যান ধ্বংস এবং প্রচুর সংখ্যক দখলদার সেনা হতাহত হয়েছে। তেল আবিব তার সেনাদের হতাহতের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করছে না বলে আবারও জানান আবু ওবায়দা। ইসরায়েলি সেনাদের বর্বরতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ইহুদিবাদী শত্রুরা সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে; মানুষ কিংবা পশুর মধ্যে কোনো বাছবিচার করছে না।

আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র ইসরায়েলের সঙ্গে বন্দি বিনিময় করতে হামাসের প্রস্তুতি ঘোষণা করে বলেন, ইসরায়েলি কারাগারে যেমন ফিলিস্তিনি নারী, শিশু ও বৃদ্ধ রয়েছে তেমনি হামাসের কাছেও ইসরায়েলি নারী, শিশু ও বৃদ্ধ বন্দি রয়েছে। হামাসের হাতে আটক যেকোনো ধরনের বন্দিকে মুক্ত করতে হলে ইসরায়েলের হাতে আটক একই ধরনের বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রথম নজর

বিদ্যুৎ বিদায় নিতেই ধর্না প্রত্যাহার তৃণমূলের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চলা অবস্থান-বিক্ষোভ প্রত্যাহার করল তৃণমূল। অবস্থান-বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে এই ঘোষণা দেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার। বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদ থেকে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বিদায় নেওয়ায় শান্তিনিকেতনকে গঙ্গাজল ও গোবর জল দিয়ে শুদ্ধিকরা হল। বৃহস্পতিবার থেকে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ প্রত্যাহার হয়। এরপর আন্দোলনকারী তৃণমূল সমর্থকরা বিদ্যুতের বিদায়ে আবির খেলায় মেতে ওঠেন।

২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ পাঁচ বছর অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদের মেয়াদে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বুধবার বিদ্যুৎ বাবুর উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ সঞ্জয় কুমার মল্লিক নতুন অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন।

পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু আদিবাসীর

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো দুই আদিবাসী মহিলার। মৃতদের নাম ঠাকরুন টুডু ও দুর্গ মূর্মু। ঘটনাটি বীরভূমের ময়ূরেশ্বর -১ নম্বর ব্লকের গাজিপুর গ্রামে। এলাকায় পেটের রোগে আক্রান্ত আরো প্রায় ত্রিশজন। এলাকায় ডায়ারিয়ার প্রকোপ কিনা সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে স্বাস্থ্য দফতরের লোকজন।

গত তিনদিন ধরেই বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের ঝিকড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাজিপুর গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় পেটের রোগের প্রাদূর্ভাব শুরু হয়। বমি ও পায়খানার উপসর্গ দেখা দেয় আক্রান্তদের মধ্যে। আক্রান্তদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় । তাদের মধ্যে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মঙ্গলবার ও বুধবার রাতে মৃত্যু হয় ঠাকরুন টুডু ও দুর্গ মুর্মু নামে দুই আদিবাসী মহিলার। এদিকে দুই মহিলার মৃত্যুর পরেই গ্রামে পৌঁছায় স্বাস্থ্য দফতরের লোকজন। এলাকায় ছেটানো হয় ব্লিচিং পাউডার সহ বিভিন্ন জীবাণু মারার উপকরণ। গ্রামে করা হয়েছে অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প। এলাকার পুকুরের জল ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন।

ইসরাইলি পণ্য বয়কট করার ডাক দিলেন ফুরফুরার পীরজাদা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● ওন্দা

আপনজন: ইসরাইলি পণ্য বয়কটের অনুরোধ এবং দেশীয় পণ্য বেশি করে ক্রয়ের অনুরোধ করলেন ফুরফুরার তরুণ পীরজাদা সাফেরী সিদ্দিকী।

বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার পুনিশোল গ্রামের স্মৃতি নগরে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা তথা মোজাদ্দেদীয়া ইত্তেহাদীয়া ফাউন্ডেশনের কর্নধার পীরজাদা সাফেরী সিদ্দিকীর নেতৃত্বে, ফিলিস্তিনের সমর্থনে দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় পুনিশোল গ্রামের ভিতর দিয়ে মিছিল শুরু হয় দশ হাজার খানেক মানুষকে নিয়ে।

এই পথসভা কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পীর অবু বকর সিদ্দিক স্মৃতি নগরে এসে জমায়েত হয়ে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সাফেরী সিদ্দিকী। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনের উপর যে বর্বর নির্যাতনের চালাচ্ছেন তা অমানবিক। তাই বাংলা তথা ভারতের জনগণের কাছে ইসরাইলি পণ্য বয়কটের অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়া, সভায় উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা সৈয়দ ইমাদ উদ্দিন। তিনি ইসরাইলের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। তিনি ফিলিস্তিনে নিরীহ জনগণকে ইসরাইলি বাহিনীর হত্রার তীব্র প্রতিবাদ জানান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুনিশোল গ্রামের ইমাম মুয়াজ্জিন ও এমআইএফ-এর সদস্য সহ সাধারণ মানুষজন।

মেডিকেল কলেজ থেকে গাড়ি নিয়ে মরদেহ চুরির সময় ধরা পড়ল চোর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: এ যেন সিনেমার কাহিনী। মরদেহ চুরি করে শববাহী গাড়িতে চাপিয়ে সাতসকালে পালাচ্ছিল একদল দুষ্কৃতী। নিরাপত্তা কর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় ধরে ফেলে। অভিযোগ মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের ভিতর থেকে বেওয়ারিশ লাশ চুরি করে পাচার করে দিচ্ছিল একদল পাচারকারী। আর এই ঘটনায় বুধবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে।পাচারকারী দের আটক করে বর্ধমান থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ পাচারের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে পাঁচজন কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কৌস্তভ নায়েক জানিয়েছেন, 'আমি স্বাস্থ্য ভবনে জরুরি কাজে কলকাতায় আছি। বেওয়ারিশ লাশ চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানতে পেরেছি। আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার কারণে পাচারকারীরা ধরা পড়েছে। তাদের পুলিশ আটক করেছে। পুলিশ কে গোটা ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জানানো হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জেনে লিখিত অভিযোগ জানাবো। 'এদিকে কঠোর নিরাপত্তা থাকা সত্বেও কিভাবে খোদ মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের ভিতর থেকে মৃতদেহ চুরি করে পাচার করা হচ্ছিল তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। মেডিক্যাল কলেজের একাধিক কর্মী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই খোদ মেডিক্যাল কলেজের এক শ্রেণীর কর্মী এবং ডোম লাশ চুরি করে পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত। আজ হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় বিষয়টি সামনে এসেছে। এই চক্রের সঙ্গে আরো কারা জড়িত আছে অবিলম্বে পুলিশ তদন্ত করে বের করুক। বৃহস্পতিবার সকল আটক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে রাসায়নিক সার, কিনতে নাজেহাল চাষিরা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: লাগাম ছাড়া সারের দাম,সার কিনতে নাজেহাল কৃষকেরা চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে সার। আর এই কালো বাজারে সমস্যায় ভুগছেন কৃষক।শীতের শুরুতে আলু চাষে প্রয়োজন অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার। আর গত বছরের রেস কাটতে না কাটতে এ বছরও রাসায়নিক সার নিয়ে উঠছে কালোবাজারির অভিযোগ। যার ফলে সমস্যা পড়তে হচ্ছে খেটে খাওয়া কৃষকদের। মালদা জেলার পুরাতন মালদা ব্লকে হেক্টরের পর হেক্টর জমিতে আলু উৎপাদন হয়ে থাকে। এদিকে কৃষকদের অভিযোগ, আলু চাষে রাসায়নিক সার হিসেবে এনপিকেসারের চাহিদা বেশি যার ফলে সরকারি নির্ধারিত দাম থেকেও বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। যেখানে সরকারি নির্দেশিকা রয়েছে প্রিন্ট রেট অর্থাৎ সারের বস্তায় লেখা থাকা যে দাম রয়েছে সে দামেই বিক্রি করতে হবে রাসায়নিক সার।

তবে একশ্রেণীর অসাধু সার ব্যবসায়ীরা কারোর যোগসাজশে এন পি কে সারের প্রিন্ট রেট ১,৪৭০ টাকা থেকে ৪০০- ৫০০ টাকা চড়া দামে বিক্রি করছে বলে অভিযোগ। যার কারণে লাভবান হচ্ছে এক শ্রেণীর অসাধু সার ব্যবসায়ীরা। ফলে বাধ্য হয়ে চড়া দামে কেনা ছাড়া গতি নেই কৃষকদের। তবে এই কালোবাজারির পিছনে কৃষি দফতর জড়িত থাকার অভিযোগও উঠছে।

এদিকে রাসায়নিক সারের কালোবাজারির অভিযোগ তুলে, বৃহস্পতিবার সকালে পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের খেটে খাওয়া কৃষকেরা একত্রিত হয়ে কালোবাজারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামলেন। এদিন আদিনা হাট খোলা এলাকায় রাসায়নিক সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন। তবে কৃষকদের আরও গুরুতর অভিযোগ রাসায়নিক দোকানে সার কিনতে গেলে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে এবং পাকা রসিদ দেওয়া হচ্ছে না।

যদিও সার ব্যবসায়ীর একাংশের দাবি, বাজারে যে সারের চাহিদা রয়েছে সেই সারের যোগান খুবই কম। আমরা নিজেরাও ডিলারদের কাছ থেকে সঠিক দামে পাচ্ছি না। যার ফলে আমাদের কেউ বেশি দামে কিনে বিক্রি করতে হচ্ছে কৃষকদের কাছে।

তবে রাসায়নিক সারের কালোবাজারি নিয়ে সরাসরি ব্লক কৃষি সহ-অধিকর্তা সৌমজিৎ মজুমদার জানান, যে সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীরা এই কালোবাজারির সাথে যুক্ত তা প্রমান হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনত করা পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

ধূপগুড়িতে বিএলআরও অফিসে দালাল চক্র নিয়ে তীব্র ক্ষোভ

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: বিএলএলআরও অফিসে দালাল চক্র নিয়ে তীব্র ক্ষোভ, অবৈধভাবে দালাল চক্রের হাত ধরে একজনের জমি কেটে হস্তান্তর করার প্রতিবাদে সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিসের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন জমি হারা গোটা পরিবার। ঘটনায় চাঞ্চল্য ধূপগুড়িতে।

এক ব্যাক্তির জমি অবৈধ ভাবে আরেক এলাকার জাল কাগজ দিয়ে অন্যের নামে হস্তান্তর করার অভিযোগ। শুধু তাই নয় কাগজ ঠিক করার দাবি করায় মোটা টাকা দাবি করা হয় বলেও অভিযোগ। প্রতিবাদে বিএলএলআর ও অফিসের সামনে কোলের খুদে শিশু এবং মহিলাদের হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ধর্নায় জমির আসল মালিক। বিএলআরও অফিসার কাগজ ঠিক করার জন্য ২.৫ লক্ষ টাকার দাবি করে বলে অভিযোগ। এদিন আন্দোলনে সামিল হলেন ধূপগুড়ি লাল স্কুল ময়নাতলী এলাকার চন্দন বর্মন ও তার পরিবারের সদস্যরা। নিজের জমির বৈধ কাগজ, দলিল এমনকি জমি নিজেদের দখলে থাকা সত্ত্বেও অন্য এলাকার মানুষের দলিলের সাহায্যে আরেক জনের নামে হস্তান্তর করার অভিযোগ উঠেছে।

আন্দোলনকারীদের দাবি এর আগে একাধিক বার ধূপগুড়ি থানার পুলিশকে লিখিত আকারে অভিযোগ জানানোর পরেও কোন সুরাহা হয়নি, এমনকি সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে বারংবার এসে আবেদন জানানোর পরেও জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। শুধু আশ্বাস মিলছে মাত্র কিন্তু বাস্তবে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। যার কারণে বাধ্য হয়ে আজ বিএলএলআরও অফিসে ধর্নায় বসেছে গোটা পরিবার। অভিযোগ উঠেছে ধূপগুড়ির ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভেতরে অবাধ বিচরণ দালালদের।

দালালদের ছাড়া কোন কাজ করেন না আধিকারিকরা এমনটা অভিযোগ। এমনকি অফিস চত্বর থেকে ৫০ মিটারের ভেতরে খোলা হয়েছে দালালদের দুটি অফিস। তা নিয়ে নিরব বিএলআরও।

আন্দোলনকারী ডাবলু রায় বলেন, জমি ফেরতের দাবিতেই আমরা আজকে ধর্নায় বসেছি। জাল দলিলের সাহায্যে আমাদের জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। এখন সেই কাগজ ঠিক করে আমাদের জমি আমাদেরকে ফেরত দেওয়ার জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দাবি করছে। দালালদের সঙ্গে বিএলআরও অফিসের লোকেরা যুক্ত রয়েছে। জমির মালিক চন্দন রায় বলেন, আমাদেরকে না জানিয়েই অন্য এলাকার দলিলের সাহায্যে আমার জমি কেটে অন্য একজনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কাগজে-কলমে। আমরা বিষয়টি যখন জানতে পারি তখন বিএলআরও অফিসে এসে সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়ে আবেদন জানায়। তখন আমাদের জানানো হয়েছিল যে আমাদের জমি আমাদের ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। তা হয়নি তাই বাধ্য হয়ে আজকে আমরা ধর্নায় বসেছি সপরিবারে। পুলিশ আধিকারিক ধরণী সরকার বলেন, খবর পেয়ে আমরা বিএলএলআরও অফিসে এসেছিলাম ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। ধূপগুড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক জয়দীপ ঘোষ রায় বলেন, দু'পক্ষকেই নোটিশ করা হয়েছে, ২১ তারিখ অফিসে ডাকা হয়েছে। সকলেই জমির কাগজ নিয়ে আসবেন। কাগজপত্র যার ঠিক থাকবে তাকে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে । তবে বি এল আর ও অফিসের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি তিনি।

বকেয়া আদায় আন্দোলনে বাধা দিলে বেঁধে রাখা হবে, হুমকি বিধায়কের

মাফরুজা খাতুন ● ক্যানিং

আপনজন: বৃহস্পতিবার সকালে এক চা চক্রের আয়োজন করেছিলেন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাস। ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে আয়োজিত চা চক্রে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক সহ এলাকার মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে আয়োজিত চা চক্রে বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, ১০০ দিন সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আটকে রেখেছেন। দরিদ্র অসহায় মানুষরা রুটিরুজির জন্য কাজ করেছিলেন। বকেয়া টাকা আটকে রাখার ফলে অসহায় মানুষজন চরম বিপদে পড়েছেন। অন্ন সংস্থানের জন্য ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে

তাদেরকে। সাধারণ দরিদ্র মানুষ যাতে করে বকেয়া টাকা পায় সেই জন্য বাংলার মানুষের স্বার্থে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান বিধায়ক। তিনি আরো বলেন, বাংলার মানুষের জন্য কেউ যদি রিরোধিতা করেন ,সে যে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা হোক না কেন তাকে বেঁধে রাখার হবে। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ যাতে তাঁদের প্রাপ্য পাওনা টাকা পায় সেদিকে দেখতে হবে।উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তপন সাহা,প্রদ্যুত রায়,দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়,উপপ্রধান বিশ্ব দাস প্রমুখ।

১০০ দিনের কাজে গাইঘাটার তিন পঞ্চায়েতের বকেয়া প্রায় ২.৫ কোটি

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা বিধানসভার অন্তর্গত মছলন্দপুর-১, বেড়গুম-১, বেড়গুম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাপ্য ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার পরিমান ২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৪৩ টাকা'। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রাপ্ত টাকার দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ও তৃণমূল নেতা অজিত সাহা, গাইঘাটা দক্ষিণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তাপস কুমার ঘোষরা।

গত মাসে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রাপ্য ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে দিল্লিতে প্রতিবাদ জানিয়েছিল বাংলার শ্রমিকরা। রাজ্যে ফিরে একই দাবিতে রাজভবন অভিযান, রাজভবনের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ সহ একাধিক প্রতিবাদমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। সম্প্রতি তৃণমূল নেতৃত্বরা সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দাবিতে সরব হচ্ছেন। এ দিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা বিধানসভার বেড়গুম-১ আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ১০০ দিনের পাওনা বকেয়া টাকার দাবিতে সরব হলেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি কল্যাণ ব্রত দত্ত, তৃণমূল নেতৃত্ব আব্দুর রউফ মন্ডল, অসিত কুমার নাগ, অশোক শীল, প্রধান নূপুর পাল, কল্পনা বসু, ঝুমা ঘোষ, কল্যাণ মজুমদার (মানব) প্রমুখ।

সুপ্রিম কোর্টে গণ ইমেল বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নভেম্বর ব্যাপী যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের ব্যানারে পরিচালিত নবম থেকে দ্বাদশ এবং গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি স্তরের বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে একটি গণ ইমেল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করে নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগেই মহামান্য সুপ্রিমকোর্টে সুপারনিউমেরারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয় এবং আইনের জটে পড়ে দুর্নীতির কারণে ন্যায্য চাকরি থেকে বঞ্চিত নবম -দ্বাদশ,গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি স্তরের বঞ্চিত যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ ভবিষ্যৎ আটকে পরে। ফলে সরকার আইনের জটিলতা দেখিয়ে নীরব হয়ে যায় । পাশাপাশি সুপ্রিমকোর্টে সুপারনিউমেরারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলার দীর্ঘসূত্রতার জন্য বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ ভবিষ্যৎ ঝুলে যায়। উক্ত বিষয়ে ভারতের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ এবং দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের গণ ইমেল কর্মসূচি।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে দীপাবলির পর ফের আন্দোলনে নামছে তৃণমূল। ১০০ দিনের কাজের প্রাপ্য বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে বাংলার মানুষকে বঞ্চনার প্রতিবাদে গণ আন্দোলন শুরু করবে রাজ্যের শাসক দল। বিজয়ার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার বাঁধাঘাটে উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর উদ্যোগে এক সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়। বিধায়ক ওই বৈঠকে বিজেপির কড়া সমালোচনা করেন। পাশাপাশি ইডি, সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

২০টি মহিলা থানা করতে চলেছে রাজ্য

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যে ২০টি মহিলা থানা করতে চলেছে রাজ্য পুলিশ, নবান্নের শুধুমাত্র অনুমদনের অপেক্ষা ।সিঙ্গুর-সহ গোটা রাজ্যে ২০টি মহিলা থানা করতে চায় রাজ্য পুলিশ। এই বিষয়ে রাজ্য পুলিশের প্রধান রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে চিঠি দিয়েছেন। তাতে তিনি রাজ্যে নতুন ২০টি মহিলা থানা তৈরির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, সিঙ্গুর, কাকদ্বীপ, কান্দি, তমলুক, ঘাটাল,ডোমকল। এছাড়াও কাটোয়া, কালনা, লালবাগ, কল্যাণী, রামপুরহাট, চাঁচল, পাণ্ডুয়া, কার্শিয়ং, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা, বসিরহাট, বিষ্ণুপুর, ইসলামপুর এবং গঙ্গারামপুর-এই মোট ২০টি মহিলা থানা তৈরিতে সরকারি অনুমোদন দেওয়া হোক। এখন শুধু নবান্নের তরফে সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষা।

১০০ কেজি গাঁজাসহ সাত ব্যক্তি আটক

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রামে শিবপুর মোড়ে দুটি গাড়ি আটক করে ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। বড়োসড় সাফল্য নবগ্রাম থানার পুলিশের । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ১০০ কেজি গাঁজা সহ ৭ জনকে গ্রেফতার করল নবগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ছোট চারচাকা দুটি গাড়ি শিলিগুড়ি থেকে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে করিমপুরের দিকে যাবার সময় বৃহস্পতিবার বৈকালে শিবপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় নবগ্রাম থানার পুলিশ দুটি গাড়িকে আটক করে এবং সে গাড়ি থেকেই ১০০ কেজি গাজা উদ্ধার হয় । দুটি গাড়িতে থাকা ৭ জনকে আটক করে নবগ্রাম থানার পুলিশ, সেই সঙ্গে গাড়ি দুটিকে আটক করে নবগ্রাম থানায় নিয়ে আসে পুলিশ । ঘটনাস্থলে আসেন নবগ্রাম থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কেন্দ্রের বকেয়া আদায়ে সাংবাদিক সম্মেলন

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকার দাবিতে বৃহস্পতিবার গোবিন্দপুরে বিধায়ক কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক, বর্ধমান ২ ব্লকের সভাপতি পরমেশ্বর কোনার,বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য সনৎ মন্ডল,বর্ধমান ২ ব্লকের যুব সভাপতি সৌভিক পান, সহ সভাপতি মহ হাবিব, ব্লক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি কামরুল হাসান,জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সেখ মাফুজ সহ এলাকার বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব বৃন্দ। বিধায়ক সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অন্যায়ভাবে রাজ্যের গরীব মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে। ইতিপূর্বে দিল্লিতে কেন্দ্র সরকারের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলাম। সারা ভারতের মানুষ দেখেছে। এই আন্দোলন গরীব মানুষের হকের আন্দোলন। আগামী দিনে আরও জোরদার হবে। ইডি, সিবিআই এর কার্যকলাপ কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এঁরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তৃনমূল সহ বিরোধীদের নানা ভাবে হেনস্তা করছে। আজ পর্যন্ত এদের তদন্তের ফাইনাল রেজাল্ট কোথায়? অতিসম্প্রতি কেন্দ্র অন্যান্য রাজ্যের মতো বাংলাকেও প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু তিনি প্রশ্ন তোলেন, যেখানে লক্ষ কোটি টাকার পাওনা, সেখানে এই টাকা কিছুই নয়।

প্রথম নজর

স্মার্ট প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে বামফ্রন্টের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: জনস্বার্থ বিরোধী স্মার্ট প্রিপেইড মিটার প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল,বিদ্যুৎ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী বাতিল করা, পারস্পরিক ভর্তুকি প্রথা বজায় রাখা,বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে বেসরকারিকরণ করার লক্ষ্য বাতিলের দাবিতে সিআইটিইউ,সারাভারত কৃষক সভা,সারাভারত খেতমজুর ইউনিয়ন নন্দীগ্রাম১ ব্লক কমিটির ডাকে নন্দীগ্রাম বাজার অটো স্ট্যান্ডে অবস্থান ও প্রতিবাদ সভা হল বৃহস্পতিবার।এদিন নন্দীগ্রাম বাজার এলাকায় বিদ্যুৎ গ্রাহক, কর্মচারীদের উপস্থিতিতে দীর্ঘ সময় ধরে চলা অবস্থান ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা কাঞ্চন মুখার্জী, মনোরঞ্জন মাইতি,পরিতোষ পট্টনায়েক, রামহরি পাত্র, কৃষক নেতা দেবেশ ভূঞ্যা,খেতমজুর নেতা প্রভঞ্জন মাইতি,দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ,মহাদেব ভূঞ্যা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।সভায় সভাপতিত্ব করেন সেক সহিদুল্লাহ।অন্যদিকে স্মার্ট প্রিপেড মিটার বাতিলের দাবিতে সিপিআই(এম) পাঁশকুড়া বাজার এরিয়া কমিটির উদ্যোগে পাঁশকুড়া বাজারে মিছিল ও পাঁশকুড়া বাজার বিদ্যুৎ অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন পার্টি নেতা ইব্রাহিম আলি, নাজির হোসেন নিতাই সান্নিগ্রাহী সহ অন্যান্যরা।মিছিল শেষে পাঁশকুড়া বাজার বিদ্যুৎ অফিসের সামনে প্রতিবাদ সভা চলে।

সাংবাদিক বৈঠকেও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব!

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাগরদিঘী ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল দেখা গিয়েছে বারংবার। কখনো রাজনৈতিক সমাবেশে, আবার কখনো দলীয় সভায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং ব্লক সভাপতির সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা গিয়েছে। এবারে দলের সাংবাদিক বৈঠকে অনুপস্থিত বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। সাগরদিঘী বিধানসভার বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক হলেও তিনি গরহাজির ছিলেন সেখানে। সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমানকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমাকে দলীয়ভাবে সাংবাদিক বৈঠকের কথা কেউ জানায়নি, তাই আমি উপস্থিত ছিলাম না।' সাংবাদিক বৈঠকে এ বিষয়ে ব্লক সভাপতি নূরে মেহবুব আলম কথা ঘুরিয়ে বলেন, 'তারা সবাই ব্যস্ত মানুষ, তাই তারা এখানে অনুপস্থিত।' কিন্তু যেখানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান দাবি করছেন তাকে কেউ জানায়নি, সেখানে দলের সাংবাদিক বৈঠকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উপস্থিত না হওয়া তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলকে ফের সামনে আনল।

তৃণমূল কংগ্রেসের চা চক্রে কেন্দ্রের বিরোধিতা

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীকে সামনে রেখে ডায়মন্ড হারবার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূলের চা চক্র ও সংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদ এ সরব হলেন বিধায়ক পান্নালাল হালদার এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধান সভার পর্যবেক্ষন সামীম আহমেদ মোল্লা, ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার মহিলা সভানেত্রী মনমোহিনি বিশ্বাস,ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি অরুময় গায়েন,ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের পূর্তে কর্মাধ্যক্ষ সন্দীপ সরকার, পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস, টাউন তৃণমূলের যুব সভাপতি সৌমেন তরফদার সহ ডায়মন্ড হারবার টাউন ও ১নম্বর ব্লকের সকল তৃণমূলের নেতৃত্ব প্রমুখ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হন ব্লক সভাপতি অরুমোয় গায়েন। এছাড়াও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে,কেন্দ্রীয় সরকার যে বঞ্চনা করছেন তার এক তথ্য তুলে ধরেন মহিলা সভানেত্রী মনমহীনী বিশ্বাস। বিধায়ক পান্নালাল হালদার বলেন, রাজ্যের প্রাপ্য ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার অন্যায় ভাবে আটকে রেখেছে।

কলেজের চৌকাঠ না পেরিয়েও জেলাশাসক পদে সামা পারভিন

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: তার মা কোনওদিন স্কুলে যাননি। এমনকী তার নিজেরকোনওদিন কলেজের চৌকাঠ পার করা হয়নি। কিন্তু আজ তিনি আইএএস। সেই সঙ্গে তিনি জেলাশাসবও। কীভাবে তিনি এই অসাধ্য সাধন করলেন আগামীর আইএএস, আইপিএসদের উদ্দীপনা ওয়ার্কশপে গিয়ে নিজের জীবনের কথা অকপটে জানিয়ে গেলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক সামা পারভিন। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে যারা আইএএস, আইপিএস হওয়ার জন্য ইউপিএস পরীক্ষার্থী তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। রাজ্য সরকারের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্সটিটিউটের জলপাইগুড়ি শাখা মাধ্যমের দেওয়া হবে এই প্রশিক্ষণ। কীভাবে এই পরীক্ষায় বসতে হবে। পড়াশোনাই বা কীভাবে হবে সেইসমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। শিবিরে এসেছিল জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন কলেজের মোট ২৬০ জন পড়ুয়া। তাঁরাই জেলার শীর্ষ আধিকারিকদের মুখ থেকে শুনে গেলেন তাঁদের জীবনের চড়াই উৎরাইয়ের গোপন কাহিনী। স্কিনিং টেস্টে পাশ করা প্রথম ৫০ জনকে এই সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। কর্মশালার উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক সামা পারভিন। নিজের 'স্ট্রাগল' সম্পর্কে বলতে গিয়ে নস্ট্যালজিক হয়ে পড়েন তিনি। অত্যন্ত গরিব পরিবারের মেয়ে সামা। অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন তিনি। তার মা কোনওদিন স্কুলে যাননি। তিনি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর পরিবারের প্রয়োজনে রেলে চাকরি করা শুরু করেন। কিন্তু তার মাথায় চেপে বসেছিল উচ্চশিক্ষার ভূত। চাকরি করতে করতে তিনি ডিসটেন্স কোর্সের মাধ্যমে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। এরপর তিনি ইউপিএসসি পরীক্ষা দেন। সেখানেও সহজে সফলতা আসেনি। পরপর কয়েকবার পরীক্ষা দিয়ে তিনি সফল হন।

জয়শ্রী নাগ নামে এক ছাত্রী বলেন, "এই জাতীয় কর্মশালা আমাদের খুব কাজে লাগবে। বিশেষ করে যেইসব পড়ুয়া জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় থাকে। আর্থিক অবস্থা খারাপ। মোটা টাকা খরচ করে ইউপিএসসি পরীক্ষার তালিম নিতে পারে না।"

জেলা শাসক সামা পারভিন বলেন, "গত বছর থেকেই এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে সরকারি নির্দেশে। এবছরও বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।"

জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, এই স্টাডি সেন্টারের কাদের নেওয়া হবে, তার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে আগামী ১১ তারিখ একটি স্কিন টেস্ট রাখা হয়েছে। টেস্টের আগে পড়ুয়াদের মোরাল বুস্টিং ও স্কিনিং টেস্ট এর বিষয়ে অবগত করার জন্য এই ওয়ার্কশপ। জেলা পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে জানান, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্সটিটিউটের শাখা আগে কলকাতায় ছিল। এখন সমস্ত জেলাতেই স্টাডি সেন্টার করা হয়েছে। যাঁরা এই পরীক্ষায় বসতে চাইছে, তাদের এই স্টাডি সেন্টারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই বিষয়েই একটি ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান করা হল।

বিজয়া সম্মিলনীতে বিজেপি বিদায়ের ডাক

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: বিজয়া সম্মেলনী থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সরব মন্ত্রী পুলক সুরজীৎ আদক,উলুবেড়িয়া: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমত বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়া গ্রামীন জেলার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধূলাসিমলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত সম্মেলনী থেকেই লোকসভার প্রস্তুতি এবং এরই পাশাপাশি রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা সহ একাধিক অভিযোগ নিয়ে সরব হন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়।মন্ত্রী পুলক জানান,গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে মানুষ,ইডি-সিবিআই নয়! সম্মেলন থেকে মন্ত্রী পুলক জানান,আগামী দিনে লড়াই বাংলার মানবিক সরকারের সঙ্গে দিল্লীর দানবিক সরকারের।মন্ত্রীর কথায়,আগামী লোকসভায় বাংলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ৪২-এ ৪২টা আসন পেয়ে দিল্লীর দানবিক সরকারের উৎখাত করবে।এদিনের এই সম্মেলনে রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী মন্ত্রী পুলক রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা.নির্মল মাজি,গৌতম চৌধুরী,সুকান্ত পাল,প্রিয়া পাল,ওই কেন্দ্রের দলের সভাপতি দুলাল চন্দ্র কর,

হাওড়া গ্রামীণ জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস ব্যানার্জি,গোপীনাথ ব্যানার্জি,উক্ত কেন্দ্রের দলের যুব সভাপতি সেলিম মোল্লা সহ একাধিক নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদিকদের সংবর্ধনা সুতাহাটা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সুতাহাটা

আপনজন: বৃহস্পতিবার সকাল ১০ ঘটিকাই চৈতন্যপুর রাজীব ভবনে সাংবাদিক দের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন সুতাহাটা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠান টির মুল তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সুতাহাটার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অশোক কুমার মিশ্র।বিভিন্ন বিধানসভা থেকে সাংবাদিক গন আসে তাদের কে ফুল উওরিয় চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করে নেয়,সকল সাংবাদিক দের তাদের হাতে বিজয়ার উপহার প্রদান করে এদিনের অনুষ্ঠানে। সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অশোক কুমার মিশ্র বলেন বিজয়ার শুভেচ্ছা ও ঘরোয়া আড্ডার জন্য এই অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য অভিষেক দাস সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সেক সাহা নওয়াজ,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সদস্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান সহ অনেকেই।

লোকসভার আগে বিরোধী দলে ভাঙন ধরাবে তৃণমূল: শুভাশিস

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: লোকসভায় নির্বাচনে আগে তৃণমূল কংগ্রেসের পিএম কংগ্রেস বিজেপির সব নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেবে তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয়ী সম্মেলনের অনুষ্ঠানে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিভাগ সরদারের উদ্যোগে বারুইপুর উত্তরভাগ চাণক্য পুরি এলাকায় একটি বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেসের বলিষ্ঠ নেতাদের সম্বর্ধনা দেয়া হয়। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে ৩৫টি বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের পুরনো যোদ্ধা কর্মীদের সংবর্ধনা দেয়া হয় উত্তরীয় ও মিষ্টি উপহার দেয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সংসদ সুভাশি চক্রবর্তী, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিভাগ সরদার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বারুইপুর পৌরসভার পৌর প্রধান শক্তি রায় চৌধুরী, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপাদান ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। বিভিন্ন গায়িকা ও গায়কের সংগীতের মাধ্যমে মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগামী পয়লা ডিসেম্বর থেকে একুশে জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে তার ঘোষণা করা হয় এই অনুষ্ঠান থেকে ঘোষণা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।বিভাস সরদার বলেন আগামী লোকসভা ভোটে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের পক্ষ আগামী লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের যেই প্রার্থী হোক না কেন তাকে থেকে ১ লক্ষ বেশি ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লিড দেয়া হবে।

শুভেন্দুকে বসিরহাটে ভোটে লড়ার চ্যালেঞ্জ শেখ শাহাজাহানের

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সবর তৃণমূল নেতৃত্বরা। বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি বিধানসভার ধামাখালিতে উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস কর্মদক্ষ শেখ শাহাজাহানের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হলো বিজয়া সম্মেলনী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট জেলা তৃণমূলের সভাপতি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সৌমিক রয় অধিকারী, সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাত, উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সিবপ্রসাদ হাজরা সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই অনুষ্ঠান থেকে কার্যত ভারতীয় জনতা পার্টি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন শেখ শাহাজাহান। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপি সরকার ধাপ্পাবাজি সরকার। লোকসভা নির্বাচনের আগে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা একটাও পূরণ করতে পারিনি। কেন্দ্র গ্যাসের দাম কমানোর কথা বলেছিলেন আজ গ্যাসের দাম প্রায় হাজার টাকা। তেলের দাম ১০০ টাকা পার। আগামী লোকসভা নির্বাচনে দেশের মানুষ কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিতাড়িত করবে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে টার্গেট করে বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী টিভি মিডিয়াতে বসে বসে বড় বড় ভাষণ দেন কিন্তু বসিরহাট থেকে ভোটে লড়ে দেখান। চ্যালেঞ্জ করছি জামানা বাজেয়াপ্ত করে দেব। শুভেন্দু অধিকারীর আছে টা কি? শুধুমাত্র বাতেলাবাজি। ইডি এবং সিবিআই দিয়ে ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছুই নেই। শুভেন্দু অধিকারী, কত বড় গাদ্দার ধাপ্পাবাজ চিটিংবাজ বাংলার মানুষ জানে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ এদের উপযুক্ত জবাব দেবে।"

পুত্রবধূকে খুন নিয়ে চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুরে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: শ্বশুরের কু-প্রস্তাব ফাঁস করতেই কি খুন হতে হল পুত্রবধূকে?পুত্রবধূর গলায় দড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে শ্বশুরের বিরুদ্ধে।হাড় হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দক্ষিণ তাল গ্রাম হাট এলাকায়।ঘটনার জেরে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত ওই গৃহবধূর নাম আদরী খাতুন(২০)।পুলিশ মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান।অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শ্বশুরকে গ্রেফতার করেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে সূত্রে জানা গিয়েছে,দেড় বছর আগে পার্শ্ববর্তী বিহারের আজম নগর থানার অন্তর্গত কুশল গ্রামের বাসিন্দা সাইদুর রহমানের মেয়ে আদরী খাতুনের বিয়ে হয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দক্ষিণ তাল গ্রাম হাট গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল মান্নানের ছেলে মহিদুর রহমানের সাথে।অভিযোগ, বিয়ের কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পণের জন্য আদরীর উপর শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন করতো।বাবার বাড়ি থেকে যৌতুক বাবদ বাইক ও আসবাবপত্র নিয়ে আসার জন্য চাপ দিত।এরই মাঝে কয়েক মাস পূর্বে আদরীকে বাড়িতে রেখে ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজে চলে যায় স্বামী মহিদুর রহমান।সেই সুবাদে শ্বশুরের কু-নজর পরে আদরীর উপর।মাঝে মধ্যেই আদরিকে কু-প্রস্তাব দিতে থাকে তার শ্বশুর বলে অভিযোগ। শ্বশুরের এই কু-প্রস্তাবে অতিষ্ঠিত হয়ে উঠে আদরী।এরপর স্বামী সহ বাবার বাড়িতে বিষয়টি জানাতে বাধ্য হন সে।গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি বিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠান চলছি।বাড়ির সকলেই ওই অনুষ্ঠান দেখতে চলে যায়।বাড়িতে একা ছিল আদরী।আর এই সুযোগে আদরীর শ্বশুর আব্দুল মান্নান রাত ৯ টা নাগাদ আদরীর গলায় দড়ি পেঁচিয়ে শ্বাস রোধ করে খুন করেছে বলে অভিযোগ মেয়ের পরিবারের পুলিশ।অভিযুক্ত শ্বশুরকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মেয়ের বাবা সাইদুর রহমান জানান, তার মেয়েকে খুন করেছে তার শ্বশুর। শ্বশুরের কু-প্রস্তাবের কথা ফাঁস করতেই এই ধরনের কাজ করেছে তার শ্বশুর। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

ন্যাশানাল লিগ্যাল সার্ভিস ডে পালন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার ন্যাশানাল লিগ্যাল সার্ভিসেস ডে উপলক্ষে এক আইনী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বীরভূম ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির উদ্যোগে বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লক অফিস কার্যালয়ে এই আলোচনা চক্রে সাধারন গরিব মানুষ কিভাবে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা পেতে পারেন, পারিবার হিংসা আইনী শিশু সুরক্ষা ও আইন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এদিন এই ন্যাশানাল লিগ্যাল সার্ভিসেস ডে পালনে বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের আওতাভুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান, উপ প্রধান, সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন সিকম ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক ডঃ অমিত্র সূদন চক্রবর্তী, ডিএলএসএ এর পার্শ্ব আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বড়সড় সাফল্য সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আবারও বড়সড় সাফল্য পেলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি দোকানে হানা দিয়ে জ্যাক, নীহার, এফএন কোম্পানির গ্লিসারিন সহ বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির বিপুল পরিমাণ নকল তেল এবং অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় ওই ব্যবসায়ীকে। বুধবার রাতে সামশেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা এলাকার একটি দোকানে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। এদিকে জ্যাক, নীহার, এফএন কোম্পানির গ্লিসারিন সহ বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির ডুপ্লিকেট তেল বাজেয়াপ্ত ও ব্যবসায়ী গ্রেপ্তারের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে সামশেরগঞ্জে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম ওয়াকার ইউনুস। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার কোহেতপুর গ্রামে। বৃহস্পতিবার ধৃত ব্যবসায়ীকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। ডুপ্লিকেট তেল কারবারীর সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা কিংবা কিভাবে বিভিন্ন নামিদামি কোম্পানির ডুপ্লিকেট তেল কারবার চালানো হতো তার তদন্ত করে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিকে গোপনে খবর পেয়ে দোকানে হানা দিয়ে ডুপ্লিকেট তেল, গ্লিসারিন বাজেয়াপ্ত করায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশের প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা।

কাঁসা-পিতলের দোকানে ধৃত দুই মহিলা চোর

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার রাজনগরের ভবানীপুর বাসস্ট্যান্ডে একটি কাঁসা-পিতলের দোকানে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই মহিলা। ওই দোকানের মালিক সুখেন মুখার্জি জানিয়েছেন তার দোকানে ওই দুই মহিলা ক্রেতা সেজে তার দোকানে আসেন।এরপর এই জিনিস দেখান, ঐজিনিস দেখান এই ভাবে দুজনেই করতে থাকে।তাদের জিনিস পছন্দ হচ্ছেনা তারই মধ্যে একজন একটি কাঁসার থালা লুকিয়ে ফেলে এবং দোকান থেকে পালিয়ে যায় একজন।অন্যজনকে চাপ সৃষ্টি করতেই দ্বিতীয় জনের কাছে লুকিয়ে রাখা থালা বের হয়।দোকানদার ওই দুই মহিলাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এরপর স্থানীয় লোকজন তাদের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে নানারকম ঠিকানা নাম বলতে থাকে।তাদের কথাবার্তার মধ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপরেই স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির লোকেরা রাজনগর থানায় খবর দেয়। রাজনগর থানার পুলিশ ওই দুই মহিলাকে ধরে থানায় নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

রেকর্ড গড়ে শেষ ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ

আপনজন ডেস্ক: সময়টা ভালো যাচ্ছিল না রিয়াল মাদ্রিদের। স্প্যানিশ লা লিগায় নিজেদের শেষ তিন ম্যাচের দুটিতেই পয়েন্ট হারায় লস ব্লাঙ্কোরা। এবার চ্যাম্পিয়নস লীগের ম্যাচ দিয়ে জয়ে ফিরলো রিয়াল। বুধবার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ‘সি’ গ্রুপের ম্যাচে পর্তুগিজ ক্লাব এস.সি. ব্রাগাকে ৩-০ গোলে হারায় কার্লো আনচেলত্তির দল। গ্রুপপর্বে টানা ৪ জয়ে দুই ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়নস লীগের শেষ ষোলোয় পৌঁছালো মাদ্রিদিস্তারা। এতে একটি রেকর্ড হয়েছে রিয়ালের। ঘরের মাঠে ম্যাচের ৪র্থ মিনিটেই পিছিয়ে পড়তে নিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তবে ব্রাগার পেনাল্টি ফিরিয়ে দলকে রক্ষা করেন রিয়ালের ইউক্রেনিয়ান গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন। ২৭তম মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে নেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ব্রাহিম দিয়াজ। ৫৮তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিনিসিউস জুনিয়র। আর ৬১তম মিনিটে ৩-০ গোলের জয় নিশ্চিত করেন আরেক ব্রাজিলিয়ান রদ্রিগো। ৪ ম্যাচে ৪ জয়ে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লীগের শেষ ষোলোয় পৌঁছালো রিয়াল মাদ্রিদ। গ্রুপপর্বের বাকি দুই ম্যাচে হারলেও কোনো ক্ষতি নেই রয়্যাল হোয়াইটদের। প্রথম ক্লাব হিসেবে টানা ২৭ মৌসুম নকআউট পর্বে উত্তীর্ণ হলো রিয়াল মাদ্রিদ। সবশেষ ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমে নকআউট পর্বে খেলতে পারেনি তারা। মূলত লা লিগার আগের মৌসুমে ষষ্ঠ হওয়ায় চ্যাম্পিয়নস লীগের সেই মৌসুমে অংশই নিতে পারেনি রিয়াল। ২০১৪-১৫ মৌসুমের পর এই প্রথম গ্রুপপর্বে টানা চার জয় পেলো রিয়াল মাদ্রিদ। সেবারও দলটির দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ম্যাচ শেষে এই ইতালিয়ান কোচ বলেন, ‘শেষ ষোলোয় উঠতে পেরে আমরা আনন্দিত। গ্রুপপর্বের বাধা পেরোনো সহজ ব্যাপার নয়। হোম-অ্যাওয়ে মিলিয়ে প্রথম ৪ ম্যাচে আমরা সত্যিই খুব ভালো খেলেছি।’ ‘সি’ গ্রুপে রাতের অন্য ম্যাচে ইউনিয়ন বার্লিনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে নাপোলি। ৪ ম্যাচে ২ জয় এবং ১ ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ টেবিলের দুইয়ে ইতালিয়ান সিরি আ’র ক্লাবটি। তিনে থাকা ব্রাগার পয়েন্টও ৩। আর ১ পয়েন্ট নিয়ে চারে ইউনিয়ন বার্লিন।

শ্রীলঙ্কাকে গুড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালের দরজায় দাঁড়িয়ে নিউজিল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: প্রথম চার ম্যাচে জিতে উড়ন্ত শুরু করলেও পরের টানা চার ম্যাচ হেরে পা হড়কাতে বসেছিল নিউজিল্যান্ড। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বেঙ্গালুরুতে শ্রীলঙ্কাকে ৫ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালের অনেক কাছেই চলে গেল গেল গতবারের রানার্সআপরা। অন্যদিকে এ হারে শীর্ষ আটে থেকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সুযোগ পাওয়ার কাজটিও কঠিন হয়ে পড়েছে শ্রীলঙ্কার।
আগে ব্যাটিং করে ৪৬.৪ ওভারে ১৭১ রানেই গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্রর ৮৬ রানের উদ্বোধনী জুটিতে এরপর কাজটি সহজ করে ফেলেছে নিউজিল্যান্ড। ২৩.২ ওভারেই জয় নিশ্চিত করেছে তারা।
বড় জয়ে নিজেদের নেট রানরেট আরেকটু বাড়িয়ে নিয়েছে কিউইরা, প্রথম পর্ব শেষে সেটি এখন ০.৭৪৩। ফলে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কাজটি হয়ে পড়েছে প্রায় ‘অসম্ভব’। নিজেদের শেষ ম্যাচে শুধু জিতলেই হবে না, নিউজিল্যান্ডকে টপকে যেতে পাকিস্তান (০.০৩৬) ও আফগানিস্তানকে (-০.৩৩৮) সে কাজটি করতে হবে প্রায় অসম্ভব এক ব্যবধানে। ফলে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার পর শেষ দল হিসেবে নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনালে খেলা এখন অনেকটাই নিশ্চিত। এ ম্যাচ ঘিরে বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল ভালোভাবেই, টসে জিতে নিউজিল্যান্ড নেয় ফিল্ডিং। কুশল পেরেরা খেলেন

২৮ বলে ৫১ রানের ঝোড়ো ইনিংস, ২২ বলেই পূর্ণ করেন অর্ধশতক। কিন্তু প্রথম ১০ ওভারের মধ্যে ৭০ রানে ৫ উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। পেরেরা ছাড়া শ্রীলঙ্কার প্রথম ৭ জন ব্যাটসম্যান ১২১ বল খেলে করতে পারেন মাত্র ৫৮ রান।
দ্বিতীয় ওভারে পাতুম নিশাঙ্কাকে ফিরিয়ে প্রথম আঘাত করেছিলেন টিম সাউদি, এরপর ট্রেন্ট বোল্ট ও লকি ফার্গুসনের তোপ ও মিচেল স্যান্টনারের ঘূর্ণিতে ধস নামে শ্রীলঙ্কার ইনিংসে। ২৪তম ওভারে ১১৩ রানে অষ্টম উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা, ১৫০-এর নিচে গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কায় ছিল তারা। সেটি হতে দেননি মহীশ তিকশানা। শেষ ২ উইকেট জুটিতে ৫৮ রান যোগ করে শ্রীলঙ্কা। নিউজিল্যান্ডকে রানের চেয়েও বেশি হতাশ করে তাদের খেলা ২৩.১ ওভার। দিলশান মাদুশঙ্কাকে নিয়ে দশম উইকেটে শ্রীলঙ্কার রেকর্ড ৪৩ রান তোলেন তিকশানা, রাচিন রবীন্দ্র এসে ভাঙেন সে জুটি।
এ টুর্নামেন্টে শ্রীলঙ্কার যে কয়েকটি ইতিবাচক দিক, তার মধ্যে একটি দিলশান মাদুশঙ্কার নতুন বলে বোলিং। কিন্তু কনওয়ে ও রবীন্দ্রর জুটি ভাঙতে পারেননি তিনিও। ১৩তম ওভারে সে জুটি ভাঙেন দুষ্মন্ত চামিরা, কিন্তু ততক্ষণে আসলে লড়াই থেকে ছিটকেই গেছে শ্রীলঙ্কা। অবশ্য কনওয়ে ও রবীন্দ্র পরপর ২ ওভারে ফিরলেও নেট রানরেটের কথা ভেবে গতি কমায়নি নিউজিল্যান্ড।
পরে আরও ৩টি উইকেট হারিয়েছে তারা। কিন্তু ড্যারিল মিচেলের ৩১ বলে ৪৩, উইলিয়ামসনের সঙ্গে ২৯ বলে ৪২ রানের জুটিতে নিজেদের কাজটি দারুণভাবে করার পথেই এগিয়ে যায় তারা। ২৪তম ওভারের প্রথম ২ বলে ২ চারে জয় নিশ্চিত করেন গ্লেন ফিলিপস।
মুম্বাইয়ে ১৫ নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ তারা, সেটিও নিশ্চিত হয়ে গেছে অনেকটাই। গত বিশ্বকাপে ভারতকে হারিয়েই ফাইনালে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড।

সেমিফাইনালে যেতে পাকিস্তানের যে ‘অসম্ভব’ সমীকরণ

আপনজন ডেস্ক: ‘যদি ৬০০, ৫০০ বা ৪০০ রান করেন, তাহলে সে পিচে আপনি কি ভাবেন অন্য দলকে ৫০ রানে অলআউট করতে পারবেন?’
গত বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে বলেছিলেন তখনকার পাকিস্তান অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ। শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে নেট রানরেটে টপকে সেমিফাইনালে যেতে পাকিস্তানের সামনে ছিল অসম্ভব এক সমীকরণ। শেষ পর্যন্ত ৯৪ রানে জিতেছিল পাকিস্তান, কিন্তুও সেটিও যথেষ্ট ছিল না তাদের জন্য। চার বছর পর প্রায় একই রকমের এক পরিস্থিতির সামনেই দাঁড়িয়ে দলটি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বড় জয়ের পর নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট এখন ১০। নেট রানরেট বেড়ে হয়েছে ০.৭৪৩। সমান ৮ পয়েন্ট পাকিস্তান (০.০৩৬) ও আফগানিস্তানের (-০.৩৩৮), কিন্তু নেট রানরেটে বেশ পিছিয়ে তারা। ফলে শ্রীলঙ্কাকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে নিউজিল্যান্ড। এখন তাদের টপকে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কলকাতায় আগামী ১১ নভেম্বর অসম্ভব কাজই করতে হবে পাকিস্তানকে।
যেমন আগে ব্যাটিং করে ৩০০ রান করলেও পাকিস্তানকে জিততে হবে অন্তত ২৮৭ রানের ব্যবধানে। অন্যদিকে আগে বোলিং করলে ইংল্যান্ডকে অলআউট করতে হবে ৫০ রানের মধ্যে। তবে তাতেই শেষ হবে না কাজ, ম্যাচটি জিততে হবে ২ ওভারের মধ্যে। অবশ্য স্কোর সমান হয়ে যাওয়ার পর ছক্কা মেরে জয় নিশ্চিত করতে পারলে পাকিস্তানের হাতে থাকবে ১৭ বলের মতো। এমন সমীকরণ যে শুধু খাতা-কলমে সম্ভব, সেটি আর আলাদা করে না বললেও চলছে।
নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কার ম্যাচের দিকে পাকিস্তানের মতো তাকিয়ে ছিল আফগানিস্তানও।
নিউজিল্যান্ডের জয়ে তাদের কাজটি হয়ে পড়েছে পাকিস্তানের চেয়েও ‘কঠিন’।
আগামীকাল আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪৩৮ রানের মতো ব্যবধানে জিততে হবে তাদের। দুদিন আগে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল যে অসম্ভব কাজ তাদের সঙ্গে করেছেন, আফগানিস্তানকে ছাড়িয়ে যেতে হবে সেটিকেও। আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আফগানদের ম্যাচটি তাই হয়ে পড়ছে আনুষ্ঠানিকতাই।
অবশ্য এবারের বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেওয়া ছাড়াও দলগুলোর সামনে আছে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার হাতছানি, যেটির জন্য শীর্ষ আটে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করতে হবে। এরই মধ্যে সেটি নিশ্চিত হয়ে গেছে ৬টি দলের–ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের। এখন লড়াইটি শেষ দুটি জায়গা নিয়ে। নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে তাতে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে এ মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার নয়ে থাকা শ্রীলঙ্কা, যাদের ম্যাচ বাকি নেই আর। ফলে বাংলাদেশের সম্ভাবনা বেড়ে গেছে অনেকটাই। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১৮০ রানের মতো বড় ব্যবধানে হারলেই শুধু শ্রীলঙ্কার চেয়ে নেট রানরেটে পিছিয়ে পড়বে বাংলাদেশ।
অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার নিচে নামতে পাকিস্তানের কাছে ইংল্যান্ডকে হারতে হবে প্রায় ২৮০ রানের ব্যবধানে।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার সুযোগ করে নেওয়ার কাজটি নেদারল্যান্ডসের জন্যও এখন বেশ কঠিন। ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের যেকোনো একটি দল নিজেদের শেষ ম্যাচ জিতলে এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অপরাজিত ভারতকে আগামী ১২ নভেম্বর বেঙ্গালুরুতে বিশাল ব্যবধানে হারাতে হবে ডাচদের।
ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশ হারলেও নেট রানরেটে বিশাল একটা লাফই দিতে হবে তাদের।

চ্যাম্পিয়নস লিগে গোল করে নতুন কীর্তি পেপের

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোল করার কীর্তি গড়েছেন এফসি পোর্তোর ডিফেন্ডার পেপে।
গতরাতে রয়েল অ্যান্টওয়ের্পের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা প্রথম মিনিটে হেডে গোলটি করেন ৪০ বছর ২৫৪ দিন বয়সী পর্তুগিজ এই ডিফেন্ডার। ৪০ পেরনো প্রথম ফুটবলার হিসেবে ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে জালের দেখা পেলেন তিনি।
এতদিন এই কীর্তি ছিল ফ্রান্সিস্কো টট্টির দখলে।
২০১৪ সালে সিএসকে মস্কোর বিপক্ষে রোমার হয়ে ৩৮ বছর ৫৯ দিন বয়সে ইতালিয়ান এই ফুটবলার গোল করেছিলেন। এর পরের অবস্থানে আছেন রায়ান গিগস। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে ২০১১ সালে ৩৭ বছর ২৯০ দিনের মাথায় গোল করেছিলেন তিনি।
এছাড়া এই তালিকায় আছেন ফিলিপো ইনজাঘি, হাভিয়ের জানেত্তি, লুকা মডরিচ, এডেন জেকো।
আর গতরাতে এসি মিলানের হয়ে পিএসজির বিপক্ষে ৩৭ বছর ৩৮ দিনে গোল করে তালিকার আটে অলিভিয়ের জিরু।

সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানকে চান সৌরভ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপে ভারত যেভাবে একচেটিয়া আধিপত্য দেখাচ্ছে, সেটা দেখে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন–রোহিত শর্মার দলকে থামাবে কারা? পরাশক্তি, বড়, ছোট–কোনো দলকেই পাত্তা দিচ্ছে না ভারত। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে একমাত্র অপরাজিত দলও স্বাগতিকেরা। টানা আট ম্যাচ জেতা দলটির প্রথম পর্বে আরেকটি ম্যাচ বাকি আছে। তবে ভারতের সমর্থক ও সাবেক ক্রিকেটারদের ভাবনা এখন শুধুই সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ নিয়ে।
১৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে ভারত।
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আগামী রোববার যদি অঘটনের শিকারও হয়, তবু শীর্ষ দল হিসেবেই তারা সেমিফাইনালে খেলবে। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, পয়েন্ট তালিকার ১ নম্বর দলের সঙ্গে ৪ নম্বর এবং দুইয়ে থাকা দলের সঙ্গে তিনে থাকা দল সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া দুইয়ে অথবা তিনে থাকা নিশ্চিত করে ফেলায় ফাইনালে ওঠার একটি লড়াইয়ে তারা মুখোমুখি

হবে। কিন্তু ভারতের প্রতিপক্ষ কে হবে, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। পয়েন্ট তালিকার চারে থেকে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার লড়াইটা এখন ত্রিমুখী। শেষ চারে ভারতের প্রতিপক্ষ হতে পারে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান অথবা আফগানিস্তান।
তবে এই তিন দলের মধ্যে নিউজিল্যান্ড আছে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আজ ন্যূনতম ব্যবধানে জিতলেও সেমিতে ওঠা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যাবে কিউইদের। কারণ, নেট রানরেটে তারা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। আফগানিস্তান শুধু কাগজে-কলমেই লড়াইয়ে আছে, বাস্তবের লড়াইটা ‘প্রায় অসম্ভবের’ পর্যায়ে চলে গেছে।
সে যা-ই হোক, নিউজিল্যান্ডের মতো আফগানিস্তানেরও সেমিতে ভারতের প্রতিপক্ষ হওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলীর চাওয়া, নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান নয়; ভারতের ফাইনালে ওঠার লড়াইটা হোক পাকিস্তানের সঙ্গে। ঘরের মাঠে ২০১১ বিশ্বকাপেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। দলটির সাবেক অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি সৌরভ এবারও সেটার পুনরাবৃত্তি চাইছেন।
ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদমাধ্যম স্পোর্টস তাককে সৌরভ বলেছেন, ‘আমি চাই, পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠুক এবং ভারতের বিপক্ষে খেলুক। এর চেয়ে বড় সেমিফাইনাল আর হতেই পারে না।’

এমন হার কখনো দেখেনি ম্যানইউ

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচের বয়স ত্রিশ মিনিটে গড়ানোর আগেই ২ গোলের লিড নেয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ধাক্কা সামলে প্রথমার্ধেই সমতা টানে এফসি কোপেনহেগেন। দ্বিতীয়ার্ধে ফের এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। তবে শেষ মুহূর্তে আরো দুই গোল হজম করে রেড ডেভিলরা। বুধবার চ্যাম্পিয়নস লীগে ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে কোপেনহেগেনের কাছে ৪-৩ গোলে পরাস্ত হয় ম্যানইউ। এতে লজ্জার এক নজির গড়েছে ম্যানচেস্টারের ক্লাবটি।
প্রতিপক্ষের মাঠ পার্কেন স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৩য় মিনিটেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে নেন রাসমুস হয়লুন্দ। ২৮তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এই ডেনিশ ফরোয়ার্ড। ৪২তম মিনিটে দশ জনের দলে পরিণত হয় ম্যানইউ। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মার্কাস রাশফোর্ড। এরপর ৪৫তম মিনিটে মরোক্কান ফরোয়ার্ড মোহামেদ ইলিউনোসির গোলে ম্যাচে ফেরার আভাস দেয় কোপেনহেগেন।
৪৯+৯তম মিনিটে সফল স্পটকিকে ম্যাচে সমতা টানেন দলটির পর্তুগিজ উইঙ্গার দিয়োগো গঞ্জালভেস। ৬৯তম মিনিটে পেনাল্টি পায় ম্যানইউ। এবার লক্ষ্যভেদ করেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। ৮৩তম মিনিটে ফের সমতা টানে কোপেনহেগেন। গোলটি করেন ডেনিশ মিডফিল্ডার লুকাস লেরেগার।
এরপর ৮৭তম মিনিটে সুইডিশ মিডফিল্ডার রুনি বার্ডগির গোলে ৪-৩ গোলের জয় নিশ্চিত করে কোপেনহেগেন।
চ্যাম্পিয়নস লীগ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শুরুতে দুই গোলের লিড নিয়েও হারলো ম্যানচেস্টার সিটি।

বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে এএফসির কাছে নালিশ মোহনবাগানের

আপনজ ডেস্ক: বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস এর কাছে ম্যাচ হেরে এএফসি কাপের ‘ডি’গ্রুপের শীর্ষ স্থানটি হারিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। ঢাকাতেই ম্যাচের শেষে মাঠ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরন্দ। কলকাতায় ফিরে এশিয়ান ফুটবল কনফাডারেশন বা এফসির কাছে বসুন্ধরা কিংসের ঢাকার পরিকাঠামো নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানালো মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। মোহনবাগান তাদের চিঠিতে লিখেছে- যে মাঠে এএফসি ম্যাচটি হয়, সেই মাঠে ঘাস ছিলনা বললেই হয়। জায়গায় জায়গায় সবুজ রং করে ঘাসের আদল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই মাঠে অনুশীলন করতে গিয়ে মোহনবাগান এর নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় পেট্রাটস

আঘাত পান আগের দিন। তিনি আর খেলতে পারেননি। এখানেই শেষ নয়, মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস এর অভিযোগ ঢাকার দর্শকদের নিয়েও। তাদের লিখিত অভিযোগ যে বসুন্ধরা কিংস এর সমর্থকরা টেকনিকাল এরিয়ার মধ্যে ঢুকে মোহনবাগান খেলোয়াড়দের কটূক্তি করেছে। এছাড়াও মোহনবাগান খেলোয়াড়রা বাস এ ওঠার সময় ও টিম বাস থেকে নামার সময় নিরাপত্তার অভাবও অনুভব করেছে বলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস এর অভিযোগ। ম্যাচ হারার পর এই অভিযোগ এএফসিতে কতটা পাত্তা পাবে সেটাই দেখার। প্রশ্ন উঠছে, প্রাকটিস এর সময়ই মাঠ দেখেছিলেন জুয়ান ফেরেন্দ। তিনি এই মাঠে ম্যাচ খেলতে সম্মত হলেন কেন? মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরোধী গোষ্ঠী বলছে- নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকার মতো ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে নাতো?

আইসিসির টাকা পেতে ভুয়া ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: আইসিসির কাছ থেকে টাকা পেতে ‘ভুয়া ম্যাচ’ আয়োজন করা হয়েছে, এমন অভিযোগ ওঠার পর তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে ফ্রেঞ্চ ক্রিকেট। সাবেক এক নারী ক্রিকেটার প্রথম এ নিয়ে তদন্ত শুরুর পর স্টিং অপারেশনের মাধ্যমে উঠে এসেছে এই তথ্য। ফ্রান্সের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম ‘ফ্রান্স২৪’ এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর আইসিসি জানিয়েছে, তারা ব্যাপারটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়, ফ্রান্স ক্রিকেট (এফসি) আইসিসির আর্থিক অনুদান পেতে নারীদের ভুয়া ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করেছে এবং অনুদানের টাকা কোন কোন খাতে খরচ করা হয়েছে, সেসবও গোপন করেছে। ফ্রান্সের সাবেক ক্রিকেটার ট্রেসি রদ্রিগেজ দেশটির ক্রিকেট বোর্ডে ২০২১ সালে যোগদানের দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে দায়িত্ব ছেড়েছিলেন। ভুয়া ম্যাচ আয়োজনের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হলেও শুরুতে তাঁর কথায় কেউ কান দেয়নি। এই তদন্তে রদ্রিগেজ সহায়তা করেছেন বলে ‘ফ্রান্স২৪’-এর বরাত দিয়ে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ। প্রতিবেদনে রদ্রিগেজ বলেছেন, ম্যাচের নির্ধারিত দিনে মাঠে গিয়ে তিনি কোনো ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হতে দেখেননি। ফ্রান্সের সারচেলেস ক্রিকেট মাঠ। গত ২ সেপ্টেম্বর এই মাঠে নারীদের দ্বিতীয় বিভাগের সেমিফাইনাল ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ম্যাচের সময় গিয়ে দেখা যায় ছেলেদের ক্রিকেট চলছে ফ্রান্সের সারচেলেস ক্রিকেট মাঠ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**